

কুরআন মাজিদ ও তাজভিদ

ইবতেদায়ি পঞ্চম শ্রেণি

وَهُوَ الْحَكِيمُ
الْقَدِيمُ



বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড

বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক ২০১৪ শিক্ষাবর্ষ থেকে
ইবতেদায়ি পঞ্চম শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্ধারিত

الْقُرْآنُ الْمَجِيدُ وَالتَّجْوِيدُ

কুরআন মাজিদ ও তাজভিদ

ইবতেদায়ি পঞ্চম শ্রেণি

২০২৬ শিক্ষাবর্ষের জন্য পরিমার্জিত

বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড

বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক প্রণীত এবং জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড
৬৯-৭০, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০ কর্তৃক প্রকাশিত

[প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত]

প্রথম সংস্করণ রচনা ও সম্পাদনা

মাওলানা মোহাম্মদ ইসরাইল হুসাইন

ড. মাওলানা হুসাইন মাহমুদ ফারুক

মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুল লতিফ শেখ

মাওলানা মুহাম্মদ আবুবকর সিদ্দীক

প্রকাশকাল

প্রথম প্রকাশ	: সেপ্টেম্বর ২০১৩
পরিমার্জিত সংস্করণ	: সেপ্টেম্বর ২০১৭
পরিমার্জিত সংস্করণ	: অক্টোবর ২০২৪
পরিমার্জিত সংস্করণ	: সেপ্টেম্বর ২০২৫

ডিজাইন

বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণে :

প্রসঙ্গকথা

শিক্ষা জাতীয় উন্নয়নের পূর্বশর্ত। পরিবর্তনশীল বিশ্বের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে বাংলাদেশকে উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ, সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রতি দায়বদ্ধ, তাকওয়াসম্পন্ন, সৎ এবং সুশিক্ষিত জনশক্তি প্রয়োজন। আল্লাহ তাআলা ও তার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নির্দেশিত পন্থায় ইসলামের বিশুদ্ধ আকিদা অনুযায়ী জীবন গঠনের মাধ্যমে জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় পারদর্শী নাগরিক তৈরি করা এবং জাতীয় উন্নয়নে অবদান রাখা মাদ্রাসা শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য।

জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ এর লক্ষ্য-উদ্দেশ্য সামনে রেখে মাদ্রাসা শিক্ষাধারার শিক্ষাক্রম পরিমার্জন করা হয়েছে। পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমে জাতীয় আদর্শ, লক্ষ্য ও সমকালীন চাহিদার প্রতিফলন ঘটানো হয়েছে। সেই সাথে শিক্ষার্থীদের বয়স ও ধারণক্ষমতা অনুযায়ী শিখনফলন নির্ধারণ করা হয়েছে। এছাড়া শিক্ষার্থীদের ইসলামি মূল্যবোধ, দেশপ্রেম ও মানবতাবোধ জাগ্রত করার চেষ্টা করা হয়েছে। একটি নৈতিক, বিজ্ঞানমনস্ক, সৎ ও দক্ষ জাতি গঠনের জন্য জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে কুরআন, সুন্নাহ ও আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রয়োগ ঘটিয়ে উন্নত বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্য বাস্তবায়নে শিক্ষার্থীদের সক্ষম করে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে।

মাদ্রাসা শিক্ষাধারার শিক্ষাক্রম ২০১২-এর আলোকে ইবতেদায়ি ও দাখিল স্তরের ইসলামি ও আরবি বিষয়ের সকল পাঠ্যপুস্তক প্রণীত হয়েছে। এতে শিক্ষার্থীদের বয়স, প্রবণতা, শ্রেণি ও পূর্ব অভিজ্ঞতাকে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হয়েছে। পাঠ্যপুস্তকগুলোর বিষয় নির্বাচন ও উপস্থাপনের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের সৃজনশীল প্রতিভা বিকাশ সাধনের দিকেও বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

কুরআন মাজিদ আল্লাহ তাআলার মহান বাণী ও ইসলামি শরিয়তের মূল উৎস। কুরআন মাজিদ অনুযায়ী জীবন গঠনের জন্য এর বিশুদ্ধ তিলাওয়াত এবং অর্থ ও ব্যাখ্যা জানা প্রয়োজন। এ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে ‘কুরআন মাজিদ ও তাজভিদ’ পাঠ্যপুস্তকটি প্রণয়ন করা হয়েছে। পাঠ্যপুস্তকে বাংলা বানানের ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমির বানানরীতি এবং কুরআন মাজিদ থেকে উদ্ধৃত আয়াতের অনুবাদের ক্ষেত্রে ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃক প্রকাশিত ‘আল-কুরআনুল করীম’ এর অনুবাদ অনুসরণ করা হয়েছে।

একুশ শতকের অঙ্গীকার ও প্রত্যয় এবং জুলাই গণঅভ্যুত্থান-২০২৪ এর চেতনাকে সামনে রেখে বিভিন্ন পর্যায়ের বিশেষজ্ঞ আলেম, কারিকুলাম বিশেষজ্ঞ, শ্রেণিশিক্ষক এবং শিক্ষক প্রশিক্ষক প্রতিনিধিগণের মাধ্যমে সংশোধন ও পরিমার্জন করে পাঠ্যপুস্তকটি অধিকতর উন্নত করা হয়েছে, যার প্রতিফলন বর্তমান সংস্করণে পাওয়া যাবে। তা সত্ত্বেও কোনো ভুলত্রুটি পরিলক্ষিত হলে গঠনমূলক ও যুক্তিসংগত পরামর্শ গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হবে।

পুস্তকটি রচনা, সম্পাদনা, যৌক্তিক মূল্যায়ন, পরিমার্জন ও প্রকাশনার কাজে যঁারা মেধা এবং শ্রম দিয়েছেন তাঁদের জানাই আন্তরিক মোবারকবাদ। আশা করি, পাঠ্যপুস্তকটি শিক্ষার্থীদের পাঠকে আনন্দময় করবে এবং তাদের প্রত্যাশিত দক্ষতা অর্জনে সক্ষম করে তুলবে।

সেপ্টেম্বর ২০২৫

প্রফেসর মিঞা মোঃ নূরুল হক
চেয়ারম্যান
বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড

সূচিপত্র

ক্রমিক	অধ্যায়/পাঠ	বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা
১	১ম অধ্যায়	নাযেরা পঠন	১
২	১ম পাঠ	কুরআন মাজিদ তিলাওয়াতের গুরুত্ব ও ফজিলত	১
৩	২য় পাঠ	কুরআন মাজিদের ১ম ও ২য় পারা (নাযেরা পঠন)	২
৪	৩য় পাঠ	কুরআন মাজিদ পরিচিতি ও কতিপয় ধারণা	৫২
৫	২য় অধ্যায়	হিফজ ও লেখা	৫৬
৬	১ম পাঠ	কুরআন মাজিদ হিফজ করা ও লেখার গুরুত্ব এবং ফজিলত	৫৬
৭	২য় পাঠ	সূরাতুদ দুহা	৫৮
৮	৩য় পাঠ	সূরাতুল ইনশিরাহ	৫৯
৯	৪র্থ পাঠ	সূরাতুত তীন	৫৯
১০	৫ম পাঠ	সূরাতুল আলাক	৬০
১১	৬ষ্ঠ পাঠ	সূরাতুল কাদর	৬১
১২	৭ম পাঠ	সূরাতুল বায়্যিনাহ	৬২
১৩	৩য় অধ্যায়	অর্থ শেখা	৬৭
১৪	১ম পাঠ	কুরআন মাজিদের অর্থ শেখার গুরুত্ব	৬৭
১৫	২য় পাঠ	সূরাতুল ফাতিহা	৬৮
১৬	৩য় পাঠ	সূরাতুল ইখলাস	৭০
১৭	৪র্থ পাঠ	সূরাতুল ফালাক	৭১
১৮	৫ম পাঠ	সূরাতুন নাস	৭৩
১৯	৪র্থ অধ্যায়	তাজভিদ	৭৬
২০	১ম পাঠ	ইলমে তাজভিদের গুরুত্ব ও ফজিলত	৭৬
২১	২য় পাঠ	মাখরাজের বিবরণ	৭৭
২২	৩য় পাঠ	মাদ্দের বিবরণ	৭৯
২৩	৪র্থ পাঠ	নুন সাকিন ও তানভিনের বিবরণ	৮০
২৪	৫ম পাঠ	মিম সাকিনের বিবরণ	৮২
২৫	৬ষ্ঠ পাঠ	ওয়াজিব গুন্নাহ	৮৩
২৬	৭ম পাঠ	রা (ر) হরফ পড়ার বিবরণ	৮৪
২৭	৮ম পাঠ	الله (আল্লাহ) শব্দের ل (লাম) পড়ার বিবরণ	৮৫
২৮	৯ম পাঠ	ওয়াকফের বিবরণ	৮৫
২৯	১০ম পাঠ	কুলকুলার বিবরণ	৮৭
৩০		নমুনা প্রশ্ন	৯১
৩১		শিক্ষক নির্দেশিকা	৯২

১ম অধ্যায়

নাজেরা পঠন

শিক্ষক নির্দেশিকা

শিক্ষক মহোদয় এ অধ্যায় পাঠদানের সময় শিক্ষার্থীরা যাতে সহিহভাবে বানান না করে দেখে দেখে কুরআন মাজিদ পড়তে পারে, সেদিকে নজর রাখবেন। প্রতিদিন অল্প অল্প করে দেখে পড়াবেন এবং তাদেরকে পড়তে বলবেন। কুরআন মাজিদ পরিচিতির প্রশ্নোত্তরগুলো গুরুত্বের সাথে মুখস্থ করাবেন।

১ম পাঠ

কুরআন মাজিদ তিলাওয়াতের গুরুত্ব ও ফজিলত

কুরআন মাজিদ শেষ নবি ও রাসুল হযরত মুহাম্মদ (ﷺ) এর উপর অবতীর্ণ হয়। মানবজাতির হিদায়াতের জন্য আল্লাহ তাআলা কুরআন মাজিদ অবতীর্ণ করেন। কুরআনের আলোকে জীবন চালাতে হলে এর মর্মার্থ বুঝতে হবে। আর মর্মার্থ বুঝতে হলে তা নিয়মিত তিলাওয়াত করতে হবে। কুরআন মাজিদ তিলাওয়াতের গুরুত্ব ও ফজিলত অসামান্য।

কুরআন মাজিদের একটি আয়াতে আল্লাহ তাআলা রাসুল (ﷺ) কে যে চারটি কাজের দায়িত্ব দিয়েছেন তন্মধ্যে প্রথমটি হলো কুরআন মাজিদ তিলাওয়াত করা। মহান আল্লাহ তাআলা বলেন- **يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ** “তিনি তাদের সামনে তাঁর আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করেন।” (সূরা আলে ইমরান, ১৬৪)

অপর এক আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন- **فَاقْرءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرآنِ** “কুরআন হতে যা সহজতর তা তোমরা তিলাওয়াত কর।” (সূরা আল মুজ্জামিল, ২০)

কুরআন মাজিদ তিলাওয়াতের ফজিলত প্রসঙ্গে মহানবি (ﷺ) বলেন-

مَنْ قَرَأَ حَرْفًا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ فَلَهُ بِهِ حَسَنَةٌ وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَلِهَا - (رواه الإمام الترمذی عن عبد الله بن مسعود رض) -

“যে ব্যক্তি আল্লাহর কিতাবের একটি হরফ পাঠ করবে, তার একটি নেকি হবে। আর ঐ একটি নেকি হবে দশটি নেকির সমান।” (সুনানু তিরমিজি, ২৯১০)

কুরআন মাজিদ তিলাওয়াতের ফজিলত প্রসঙ্গে অপর এক হাদিসে বলা হয়েছে-

اقْرءُوا الْقُرآنَ فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ (رواه مسلم عن أبي أمامة رض)

“তোমরা কুরআন তিলাওয়াত কর, কেননা তা পরকালে তিলাওয়াতকারীর জন্য সুপারিশকারী হবে।” (মুসলিম, ১৭৪৪)

তাই আমাদের উচিত নিয়মিত কুরআন মাজিদ তিলাওয়াত করা ও তার অর্থ অনুধাবন করার চেষ্টা করা।

২য় পাঠ

কুরআন মাজিদের ১ম ও ২য় পারা (নাজেরা পঠন)

(০১-২৫২ আয়াত পর্যন্ত)

সূরাতুল বাকারা (০২), মদিনায় অবতীর্ণ

রুকু সংখ্যা: ৪০, আয়াত সংখ্যা: ২৮৬

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْم [ج] ﴿ ١ ﴾ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ [ج/ه] فِيهِ [ج] هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ
[لا] ﴿ ٢ ﴾ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا
رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ [لا] ﴿ ٣ ﴾ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ
وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ [ج] وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ [ط] ﴿ ٤ ﴾ أُولَئِكَ
عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ [ق] وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿ ٥ ﴾ إِنَّ
الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا

يُؤْمِنُونَ ﴿٦﴾ خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ ^[ط] وَعَلَى
 أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ ^[ز] وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ^[ح] ﴿٧﴾ وَمِنَ النَّاسِ
 مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِبُؤْمِنِينَ ^[م] ﴿٨﴾
 يُخَدَعُونَ اللَّهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا ^[ج] وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا
 يَشْعُرُونَ ^[ط] ﴿٩﴾ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ ^[ل] فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا ^[ج]
 وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ^[ه] ^[و] بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ ﴿١٠﴾ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ
 لَا تَفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ ﴿١١﴾
 الْآنَ أَنَّهُمْ هُمُ الْبُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿١٢﴾ وَإِذَا قِيلَ
 لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ ^[ط]
 الْآنَ أَنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٣﴾ وَإِذَا لَقُوا
 الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا ^[ج] ^[ه] وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ ^[ل] قَالُوا إِنَّا
 مَعَكُمْ ^[ل] إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِءُونَ ﴿١٤﴾ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ

وَيُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿١٥﴾ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا
 الضَّلٰلَةَ بِالْهُدٰى [ص] فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا
 مُهْتَدِيْنَ ﴿١٦﴾ مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا [ج] فَلَمَّا
 اَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللّٰهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمٰتٍ لَّا
 يُبْصِرُونَ ﴿١٧﴾ صُمُّ بَكْمٌ عُمٰى فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ [لا] ﴿١٨﴾
 اَوْ كَصَيِّبٍ مِّنَ السَّمَآءِ فِيْهِ ظُلُمٰتٌ وَّرَعْدٌ وَّبَرْقٌ [ج] يَجْعَلُونَ
 اَصَابِعَهُمْ فِيْ اْذَانِهِمْ مِّنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ [ط] وَاللّٰهُ مُحِيْطٌ
 بِالْكٰفِرِيْنَ ﴿١٩﴾ يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ اَبْصَارَهُمْ [ط] كَلَّمَا اَضَاءَ
 لَهُمْ مَّشَوْا فِيْهِ [ق/٧] وَاِذَا اَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا [ط] وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ
 لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَاَبْصَارِهِمْ [ط] اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ [ع]
 ﴿٢٠﴾ يَآٰيَهَا النَّاسُ اعْبُدُوْا رَبَّكُمُ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ وَالَّذِيْنَ مِنْ
 قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ [لا] ﴿٢١﴾ الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمْ الْاَرْضَ

فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً [ص] وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ
 مِنَ الشَّرَاةِ رِزْقًا لَكُمْ [ج] فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ
 ﴿٢٢﴾ وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ
 مِّنْ مِّثْلِهِ [ص] وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ
 صَادِقِينَ ﴿٢٣﴾ فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي
 وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ [ج] أَعَدَّتْ لِلْكَافِرِينَ ﴿٢٤﴾ وَبَشِّرِ
 الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا
 الْأَنْهَارُ [ط] كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِّزْقًا [لا] قَالُوا هَذَا الَّذِي
 رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ [لا] وَأْتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا [ط] وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ
 مُّطَهَّرَةٌ [ق/ط] وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٥﴾ إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ
 يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةٌ فَبَأَ فَوْقَهَا [ط] فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا
 فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ [ج] وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ

مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا ^[م] يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا ^[ل] وَيَهْدِي بِهِ
 كَثِيرًا ^[ط] وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ ^[ل] ﴿٢٦﴾ الَّذِينَ
 يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ ^[ص] وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ
 بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ ^[ط] أُولَئِكَ هُمُ الْخٰسِرُونَ
 ﴿٢٧﴾ كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ^[ج] ثُمَّ
 يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢٨﴾ هُوَ الَّذِي خَلَقَ
 لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ^[ق] ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ
 سَبْعَ سَمَاوَاتٍ ^[ط] وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ^[ع] ﴿٢٩﴾ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ
 لِلْمَلٰئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ^[ط] قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا
 مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَ ^[ج] وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ
 وَنُقَدِّسُ لَكَ ^[ط] قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾ وَعَلَّمَ آدَمَ
 الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلٰئِكَةِ ^[ل] فَقَالَ أَنْبِئُونِي

بِأَسْمَاءٍ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٣١﴾ قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا
 عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا ^[ط] إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ﴿٣٢﴾
 قَالَ يَا آدَمُ أَنْبِئْهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ ^[ج] فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ ^[لا]
 قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ^[لا] وَأَعْلَمُ
 مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ ﴿٣٣﴾ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ
 اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ ^[ط] أَبِي وَاسْتَكْبَرَ ^[ق/نا] وَكَانَ
 مِنَ الْكٰفِرِينَ ﴿٣٤﴾ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ
 وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا ^[ص] وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ
 فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ ﴿٣٥﴾ فَأَزَلَّهَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا
 فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ ^[ص] وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ
^[ج] وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ ﴿٣٦﴾ فَتَلَقَىٰ
 آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ ^[ط] إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ

الرَّحِيمِ ﴿٣٧﴾ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَبِينًا ^[ج] فَمَا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي
 هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ
 ﴿٣٨﴾ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ^[ج]
 هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ^[ع] ﴿٣٩﴾ يُبْنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ
 الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ ^[ج] وَإِيَّايَ
 فَارْهَبُونِ ﴿٤٠﴾ وَأَمِنُوا بِمَا أَنْزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا
 تَكُونُوا أُولَٰئِكَ كَافِرٍ بِهِ ^[ص] وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا ^[ذ]
 وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ ﴿٤١﴾ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا
 الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٤٢﴾ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ
 وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾ اتَّامِرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ
 أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ ^[ط] أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٤٤﴾
 وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ^[ط] وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ

[১] ﴿٤٥﴾ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلْقُوا رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ
 رُجْعُونَ [ع] ﴿٤٦﴾ يٰبَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ
 عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴿٤٧﴾ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا
 تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ
 مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴿٤٨﴾ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنَ آلِ
 فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ
 وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ [ط] وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ
 ﴿٤٩﴾ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمْ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ
 وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ ﴿٥٠﴾ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ
 اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ﴿٥١﴾ ثُمَّ عَفَوْنَا
 عَنْكُمْ مِّنْ بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٥٢﴾ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَىٰ
 الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿٥٣﴾ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ

لِقَوْمِهِ يَوْمَ انْكُمْ ظَلَمْتُمْ اَنْفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا
 اِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا اَنْفُسَكُمْ ^[ط] ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ عِنْدَ
 بَارِئِكُمْ ^[ط] فَتَابَ عَلَيْكُمْ ^[ط] اِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ﴿٥٤﴾ وَاِذْ
 قُلْتُمْ يٰمُوسٰى لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتّٰى نَرٰى اللّٰهَ جَهْرَةً فَاخَذْتُمْ
 الصُّعِقَةَ وَاَنْتُمْ تَنْظُرُوْنَ ﴿٥٥﴾ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْۢ مَّۤا بَعْدَ
 مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ﴿٥٦﴾ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَاَنْزَلْنَا
 عَلَيْكُمُ الْمَنَّٰى وَالسَّلْوٰى ^[ط] كُلُّوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَآ رَزَقْنٰكُمْ ^[ط] وَمَا
 ظَلَمُوْنَا وَلٰكِنْ كَانُوْا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ ﴿٥٧﴾ وَاِذْ قُلْنَا ادْخُلُوْا
 هٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوْا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَاَدْخُلُوا الْبَابَ
 سَجْدًا وَّقُولُوْا حِطَّةٌ نَّغْفِرْ لَكُمْ خَطِيْئَتَكُمْ ^[ط] وَسَنَزِيْدُ الْمُحْسِنِيْنَ
 ﴿٥٨﴾ فَبَدَّلَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِى قِيْلَ لَهُمْ فَاَنْزَلْنَا
 عَلٰى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا رِجْزًا مِّنَ السَّمَآءِ بِمَا كَانُوْا يَفْسُقُوْنَ ^[ع] ﴿٥٩﴾

وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ [ط]
فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا [ط] قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ
مَّشْرَبَهُمْ [ط] كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعَثُوا فِي الْأَرْضِ
مُفْسِدِينَ ﴿٦٠﴾ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَنْ نَصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ
فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا
وَفُومِهَا وَعَدَسِيهَا وَبَصِلِهَا [ط] قَالَ اتَّسَبِدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ
بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ [ط] اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُمْ مَّا سَأَلْتُمْ [ط]
وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ [ق] وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ [ط]
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّنَ بِغَيْرِ
الْحَقِّ [ط] ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ [ع] ﴿٦١﴾ إِنَّ الَّذِينَ
آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصْرَىٰ وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ [ج/ص]

وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٦٢﴾ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ
 وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ ^[ط] خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ
 لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿٦٣﴾ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِّنْ بَعْدِ ذَلِكَ ^[ج] فَلَوْلَا فَضْلُ
 اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿٦٤﴾ وَلَقَدْ
 عَلِمْتُمْ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً
 خَاسِئِينَ ^[ج] ﴿٦٥﴾ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا
 وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ ﴿٦٦﴾ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ
 يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً ^[ط] قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوعًا ^[ط] قَالَ أَعُوذُ
 بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ ﴿٦٧﴾ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا
 مَا هِيَ ^[ط] قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا فَارِضٌ وَلَا بِكْرٌ ^[ط] عَوَانٌ
 بَيْنَ ذَلِكَ ^[ط] فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ ﴿٦٨﴾ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ
 يُبَيِّنْ لَنَا مَا لَوْهَا ^[ط] قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءٌ ^[لا] فَاقِيعٌ

لَوْنَهَا تَسْرُ النَّظِيرِينَ ﴿٦٩﴾ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ
 [لا] إِنَّ الْبَقَرَ تَشَبَهَ عَلَيْنَا [ط] وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ ﴿٧٠﴾
 قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا ذَلُولٌ تُثِيرُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي
 الْحَرْثَ [ج] مُسَلَّمَةٌ لَا شِيَةَ فِيهَا [ط] قَالُوا الْغَنِّ جِئْتَ بِالْحَقِّ [ط]
 فَذَبْحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ [ع] ﴿٧١﴾ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا
 فَادْرَأْتُمْ فِيهَا [ط] وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَّا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ [ج] ﴿٧٢﴾
 فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا [ط] كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى [لا] وَيُرِيكُمْ
 آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿٧٣﴾ ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِّنْ بَعْدِ ذَلِكَ
 فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً [ط] وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ
 مِنْهُ الْأَنْهَارُ [ط] وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْبَاءُ [ط] وَإِنَّ
 مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ [ط] وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ
 ﴿٧٤﴾ افْتَطَبَعُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ

يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ
 يَعْلَمُونَ ﴿٧٥﴾ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا ^[ج] وَإِذَا خَلَا
 بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ
 لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ ^[ط] أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٧٦﴾ أَوَلَا
 يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿٧٧﴾ وَمِنْهُمْ
 أُمِّيُونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنَّهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ ﴿٧٨﴾
 فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُمُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ^[ق] ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ
 عِنْدِ اللَّهِ لِيُشْتَرَوْا بِهِ تَمَتًّا قَلِيلًا ^[ط] فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ
 أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ ﴿٧٩﴾ وَقَالُوا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ
 إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَةً ^[ط] قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَنْ يُخْلِفَ
 اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٨٠﴾ بَلَى مَنْ
 كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ^[ج]

هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٨١﴾ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
 أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ [ج] هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ [ع] ﴿٨٢﴾ وَإِذْ أَخَذْنَا
 مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ [قف] وَبِالْوَالِدَيْنِ
 إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا
 وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ [ط] ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ
 وَأَنْتُمْ مُّعْرِضُونَ ﴿٨٣﴾ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ
 دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنْفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ
 وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ ﴿٨٤﴾ ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ
 وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ [ز] تَظْهَرُونَ عَلَيْهِمْ
 بِالْآثِمِ وَالْعُدْوَانِ [ط] وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أَسْرَىٰ تَفْدُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ
 عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ [ط] أَفْتُومِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ
 بِبَعْضِ [ج] فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ

الدُّنْيَا ^[ج] وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ ^[ط] وَمَا اللَّهُ
 بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٨٥﴾ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا
 بِالْآخِرَةِ ^[ز] فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ^[ع]
 ﴿٨٦﴾ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ ^[ز]
 وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ ^[ط]
 أَفَكَلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ ^م بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ ^[ج]
 فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ ^[ز] وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ ﴿٨٧﴾ وَقَالُوا قُلُوبُنَا
 غُلْفٌ ^[ط] بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ ﴿٨٨﴾
 وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ ^[ل]
 وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا ^[ج] فَلَمَّا جَاءَهُمْ
 مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ ^[ز] فَلَعَنَهُ اللَّهُ عَلَى الْكُفْرَيْنِ ﴿٨٩﴾ بِئْسَمَا
 اشْتَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ أَنْ يَكْفُرُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ بَغِيًّا أَنْ يُنزَلَ

اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ^[ج] فَبَاءُ وَبَغَضٍ عَلَى
 غَضِبٍ ^[ط] وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ ﴿٩٠﴾ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ امْنُوا
 بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُوْمِنُ بِمَا أَنْزَلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ ^[ق]
 وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ ^[ط] قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ
 مِنْ قَبْلُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٩١﴾ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَى
 بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ﴿٩٢﴾
 وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ ^[ط] خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ
 بِقُوَّةٍ وَاسْمِعُوا ^[ط] قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا ^[ق] وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ
 الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ ^[ط] قُلْ بِئْسَمَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيْبَانُكُمْ إِنْ كُنْتُمْ
 مُؤْمِنِينَ ﴿٩٣﴾ قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمْ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ
 خَالِصَةً مِّنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوْا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ
 ﴿٩٤﴾ وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا ^م بِمَا قَدَّمْتُمْ أَيْدِيهِمْ ^[ط] وَاللَّهُ عَلِيمٌ ^م

بِالظَّالِمِينَ ﴿٩٥﴾ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاتِهِمْ [ج/٤]
 وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا [ج/٥] يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ [ج] وَمَا
 هُوَ بِزَحْزِحَةٍ مِنَ الْعَذَابِ أَنْ يُعَمَّرَ [ط] وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا
 يَعْمَلُونَ [ع] ﴿٩٦﴾ قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى
 قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَى
 لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿٩٧﴾ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ
 وَمِيكَالَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ ﴿٩٨﴾ وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ
 م بَيِّنَاتٍ [ج] وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ ﴿٩٩﴾ أَوْكَلْنَا عَهْدًا
 عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ [ط] بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿١٠٠﴾
 وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ
 مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ [ق/١] كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَانَهُمْ لَا
 يَعْلَمُونَ [ز] ﴿١٠١﴾ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيْطَانُ عَلَى مُلْكِ

سُلَيْمِينَ [ج] وَمَا كَفَرَ سُلَيْمِينَ وَلَكِنَّ الشَّيْطَانَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ
 النَّاسَ السِّحْرَ [ق] وَمَا أَنْزَلَ عَلَى الْمَلَائِكَةِ بِبَابِلَ هَارُوتَ
 وَمَارُوتَ [ط] وَمَا يُعَلِّمِينَ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا
 تَكْفُرْ [ط] فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهَا مَا يَفْرِقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرءِ
 وَزَوْجِهِ [ط] وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ [ط]
 وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ [ط] وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ
 مَالَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلْقٍ [قف/٧] وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ
 [ط] لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿١٠٢﴾ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ
 عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ [ط] لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ [ع] ﴿١٠٣﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
 لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انظُرْنَا وَاسْمِعُوا [ط] وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ
 أَلِيمٌ ﴿١٠٤﴾ مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا
 الْمُشْرِكِينَ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِّنْ رَبِّكُمْ [ط] وَاللَّهُ

يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ ^[ط] وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ
 ﴿١٠٥﴾ مَا نُنسِخُ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِمَّنْهَا أَوْ مِثْلَهَا
^[ط] أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٠٦﴾ أَلَمْ تَعْلَمْ
 أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ^[ط] وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ
 وَّلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿١٠٧﴾ أَمْ تَرِيدُونَ أَنْ تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ كَمَا
 سَأَلَ مُوسَىٰ مِنْ قَبْلُ ^[ط] وَمَنْ يَتَّبِعِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ
 ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ ﴿١٠٨﴾ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ
 يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا ^[ج ٦] حَسَدًا مِّنْ عِنْدِ
 أَنفُسِهِمْ مِّنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ ^[ج] فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا
 حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ ^[ط] إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٠٩﴾
 وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ^[ط] وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ
 تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ ^[ط] إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١١٠﴾ وَقَالُوا

لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصْرِيًّا [ط] تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ [ط]
 قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿١١١﴾ بَلَى [ق] مَنْ
 أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ [ص] وَلَا خَوْفٌ
 عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ [لا] ﴿١١٢﴾ وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ
 النَّصْرِيُّ عَلَى شَيْءٍ [ص] وَقَالَتِ النَّصْرِيُّ لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ
 [لا] وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ [ط] كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ
 قَوْلِهِمْ [ج] فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ
 يَخْتَلِفُونَ ﴿١١٣﴾ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسْجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ
 فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا [ط] أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ
 يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ [ه] لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ
 عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١١٤﴾ وَاللَّهُ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ [ق] فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا
 فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ [ط] إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿١١٥﴾ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ

وَلَدًّا [لا] سُبْحٰنَهُ [ط] بَلْ لَّهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ [ط] كُلُّ لَّهُ قٰنِطُوْنَ ﴿١١٦﴾ بَدِيعُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ [ط] وَاِذَا قَضٰى اَمْرًا فَاِنَّمَا يَقُوْلُ لَهُ كُنْ فَيَكُوْنُ ﴿١١٧﴾ وَقَالَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللّٰهُ اَوْ تَاْتِيْنَا اٰيَةً [ط] كَذٰلِكَ قَالَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِّثْلَ قَوْلِهِمْ [ط] تَشَابَهَتْ قُلُوْبُهُمْ [ط] قَدْ بَيَّنَّا الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُوْنَ ﴿١١٨﴾ اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيْرًا وَّنٰذِيْرًا [لا] وَلَا تُسْئَلُ عَنْ اَصْحٰبِ الْجَحِيْمِ ﴿١١٩﴾ وَلَنْ تَرْضٰى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصْرٰى حَتّٰى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ [ط] قُلْ اِنَّ هٰدِى اللّٰهُ هُوَ الْهُدٰى [ط] وَلَيْسَ اَتَّبَعْتَ اَهْوَاَهُمْ بَعْدَ الَّذِىْ جَاَءَكَ مِنَ الْعِلْمِ [لا] مَا لَكَ مِنَ اللّٰهِ مِنْ وَّلِيٍّ وَّ لَا نَصِيْرٍ [ل] ﴿١٢٠﴾ الَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمْ الْكِتٰبَ يَتْلُوْنَهُ حَقَّ تِلَاوٰتِهِ [ط] اُولٰٓئِكَ يُؤْمِنُوْنَ بِهٖ [ط] وَمَنْ يَّكْفُرْ بِهٖ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ [ع] ﴿١٢١﴾ يُبٰنِىْ اِسْرَآءِيْلَ اذْكُرُوْا

نِعْمَتِي الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَإِنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ
 ﴿١٢٢﴾ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْعًا وَلَا يُقْبَلُ
 مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴿١٢٣﴾ وَإِذْ
 ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ ^[ط] قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ
 إِمَامًا ^[ط] قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي ^[ط] قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ
 ﴿١٢٤﴾ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنَا ^[ط] وَاتَّخِذُوا مِنْ
 مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى ^[ط] وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنَّ
 طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ ﴿١٢٥﴾ وَإِذْ
 قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ
 مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ^[ط] قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ
 قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ ^[ط] وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ﴿١٢٦﴾
 وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ ^[ط] رَبَّنَا تَقَبَّلْ

مِنَّا^[ط] إِنَّكَ أَنْتَ السَّبِيْعُ الْعَلِيْمُ ﴿١٢٧﴾ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا
 مُسْلِمِيْنَ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُّسْلِمَةً لِّكَ^[ص] وَإِرِنَا مَنَاسِكِنَا
 وَتُبْ عَلَيْنَا^[ج] إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ﴿١٢٨﴾ رَبَّنَا وَابْعَثْ
 فِيهِمْ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ
 وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ^[ط] إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿١٢٩﴾
 وَمَنْ يَّرْغَبْ عَن مِّلَّةِ اِبْرَاهِمَ اِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ^[ط] وَلَقَدْ
 اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا^[ج] وَاِنَّهُ فِي الْاٰخِرَةِ لَمِنَ الصّٰلِحِيْنَ ﴿١٣٠﴾
 اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ اَسْلِمْ^[لا] قَالَ اَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿١٣١﴾
 وَوَصَّى بِهَا اِبْرَاهِمُ بَنِيْهِ وَيَعْقُوْبُ^[ط] يَبْنِيْ اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰى لَكُمْ
 الدِّيْنَ فَلَا تَبُوْتَنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ^[ط] ﴿١٣٢﴾ اَمْ كُنْتُمْ
 شُهَدَآءَ اِذْ حَضَرَ يَعْقُوْبَ الْمُوْتُ^[لا] اِذْ قَالَ لِبَنِيْهِ مَا تَعْبُدُوْنَ
 مِنْۢ بَعْدِيْ^[ط] قَالُوْا نَعْبُدُ اِلٰهَكَ وَاِلٰهَ اٰبَائِكَ اِبْرَاهِمَ

وَإِسْعِيلَ وَإِسْحٰقَ إِلَهًا وَآحِدًا ^[ج] وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ
 ﴿١٣٣﴾ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ ^[ج] لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مِمَّا
 كَسَبْتُمْ ^[ج] وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٣٤﴾ وَقَالُوا
 كُونُوا هُودًا أَوْ نَصْرَى تَهْتَدُوا ^[ط] قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا ^[ط]
 وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿١٣٥﴾ قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ
 إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْعِيلَ وَإِسْحٰقَ وَيَعْقُوبَ
 وَالْإِسْبَاطِ وَمِمَّا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمِمَّا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ
 رَبِّهِمْ ^[ج] لَا نَفَرِقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ ^[ز] وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ
 ﴿١٣٦﴾ فَإِنِ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا ^[ج] وَإِنِ
 تَوَلَّوْا فَإِنبَاءٌ هُمْ فِي شِقَاقٍ ^[ج] فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ ^[ج] وَهُوَ السَّمِيعُ
 الْعَلِيمُ ^[ط] ﴿١٣٧﴾ صِبْغَةَ اللَّهِ ^[ج] وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً
^[ز] وَنَحْنُ لَهُ عِبْدُونَ ﴿١٣٨﴾ قُلْ أَتَحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا

وَرَبُّكُمْ [ج] وَلَنَّا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ [ج] وَنَحْنُ لَهُ
 مُخْلِصُونَ [لا] ﴿١٣٩﴾ أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ
 وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ كَانُوا هُودًا أَوْ نَصْرَى [ط] قُلْ
 ءَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ [ط] وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ
 اللَّهِ [ط] وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿١٤٠﴾ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ
 خَلَتْ [ج] لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ [ج] وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا
 كَانُوا يَعْمَلُونَ [ع] ﴿١٤١﴾ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا
 وَلَهُمْ عَن قِبَلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا [ط] قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ
 وَالْمَغْرِبُ [ط] يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿١٤٢﴾
 وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ
 الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا [ط] وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا
 إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقْبَيْهِ [ط] وَإِنْ

كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ ^[ط] وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ
 آيَاتِكُمْ ^[ط] إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ ﴿١٤٣﴾ قَدْ نَرَى
 تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ ^[ج] فَلَنُؤَيِّنَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا ^[ص] فَوَلِّ
 وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ^[ط] وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا
 وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ^[ط] وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ
 مِنْ رَبِّهِمْ ^[ط] وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ ﴿١٤٤﴾ وَلَئِنْ آتَيْتَ
 الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ ^[ج] وَمَأْنَتْ بِتَابِعِ
 قِبْلَتِهِمْ ^[ج] وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعِ قِبْلَةَ بَعْضٍ ^[ط] وَلَئِنْ أَتَبَعْتَ
 أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ^[لا] إِنَّكَ إِذَا لَنِ
 الظَّالِمِينَ ^[م] ﴿١٤٥﴾ الَّذِينَ آتَيْنَهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا
 يَعْرِفُونَ آبْنَاءَهُمْ ^[ط] وَإِنَّ فَرِيقًا مِنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ
 يَعْلَمُونَ ^[ل] ﴿١٤٦﴾ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُبْتَرِينَ

[ع] ﴿١٤٧﴾ وَلِكُلِّ وِجْهَةٍ هُوَ مُوَلِّيٰهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ [ط] [٧]
 آيِنَ مَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمْ اللهُ جَمِيعًا [ط] إِنَّ اللهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ
 قَدِيرٌ ﴿١٤٨﴾ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ
 الْحَرَامِ [ط] وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ [ط] وَمَا اللهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ
 ﴿١٤٩﴾ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ
 الْحَرَامِ [ط] وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ [لا] لِيَلَّا
 يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ [ق] إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ [ق] فَلَا
 تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي [ق] وَلَا تَمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ
 [لا] ﴿١٥٠﴾ كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ يَتْلُوا عَلَيْكُمْ
 آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُ مَا لَمْ
 تَكُونُوا تَعْلَمُونَ [ط] ﴿١٥١﴾ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا
 تَكْفُرُونِ [ع] ﴿١٥٢﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ

وَالصَّلَاةِ [ط] إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴿١٥٣﴾ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ
 فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ [ط] بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ ﴿١٥٤﴾
 وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ
 وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ [ط] وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ [لا] ﴿١٥٥﴾ الَّذِينَ إِذَا
 أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ [ط] ﴿١٥٦﴾
 أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ [قف] وَأُولَئِكَ هُمُ
 الْمُهْتَدُونَ ﴿١٥٧﴾ إِنَّ الصَّافَا وَالْبَرَوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ [ج] فَمَنْ
 حَجَّ الْبَيْتِ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا [ط] وَمَنْ
 تَطَوَّعَ خَيْرًا [لا] فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ ﴿١٥٨﴾ إِنَّ الَّذِينَ
 يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ
 لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ [لا] أُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ
 اللُّعُنُونَ [لا] ﴿١٥٩﴾ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنَّاهُ فَأُولَئِكَ

اتُّوبُ عَلَيْهِمْ ^[ج] وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿١٦٠﴾ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا
 وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ
 أَجْمَعِينَ ^[لا] ﴿١٦١﴾ خُلِدِينَ فِيهَا ^[ج] لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ
 وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ ﴿١٦٢﴾ وَالْهُكْمُ لِلَّهِ وَاحِدٌ ^[ج] لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ
 الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ^[ع] ﴿١٦٣﴾ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
 وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ
 النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ
 مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ ^[ص] وَتَصْرِيفِ الرِّيْحِ وَالسَّحَابِ
 الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿١٦٤﴾
 وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ
 اللَّهِ ^[ط] وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ ^[ط] وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ
 يَرُونَ الْعَذَابَ ^[لا] أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا ^[لا] وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ

الْعَذَابِ ﴿١٦٥﴾ اِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوْا
 الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ ﴿١٦٦﴾ وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا
 لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّءُوا مِنَّا ^[ط] كَذَلِكَ يُرِيهِمُ
 اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ ^[ط] وَمَا هُمْ بِخُرْجِينَ مِنَ النَّارِ
 ﴿١٦٧﴾ ^[ع] يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا ^[ز] وَلَا
 تَتَّبِعُوا خُطُوتِ الشَّيْطَانِ ^[ط] إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ﴿١٦٨﴾ إِنَّمَا
 يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ
 ﴿١٦٩﴾ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا
 أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا ^[ط] أَوْلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا
 يَهْتَدُونَ ﴿١٧٠﴾ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا
 لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً ^[ط] صُمٌّ بُكْمٌ عُمْىٰ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ
 ﴿١٧١﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ

وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿١٧٢﴾ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ
 الْمَيْتَةَ وَالْدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ [ج] فَمَنْ
 اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ [ط] إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ
 ﴿١٧٣﴾ إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ
 بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا [لا] أُولَئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ وَلَا
 يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ [ج] وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ
 ﴿١٧٤﴾ أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الضَّلَاةَ بِالْهُدَى وَالْعَذَابَ
 بِالْمَغْفِرَةِ [ج] فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ ﴿١٧٥﴾ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ نَزَلَ
 الْكِتَابَ بِالْحَقِّ [ط] وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ
 بَعِيدٍ [ع] ﴿١٧٦﴾ لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تُولُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ
 وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ
 وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ [ج] وَأَتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ

وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ [لا] وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ [ج] وَأَقَامَ
 الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ [ج] وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا [ج]
 وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ [ط] أُولَئِكَ الَّذِينَ
 صَدَقُوا [ط] وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿١٧٧﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
 كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ [ط] الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ
 وَالْأُنثَى بِالْأُنثَى [ط] فَمَنْ عَفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْهُ
 بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ [ط] ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ
 وَرَحْمَةٌ [ط] فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٧٨﴾
 وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ
 ﴿١٧٩﴾ كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ
 خَيْرَانَ [ج] [ط] الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ [ج] حَقًّا
 عَلَى الْمُتَّقِينَ [ط] ﴿١٨٠﴾ فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَبَعَهُ فَإِنبَاءُ ثَمُهُ

عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ^[ط] إِنَّ اللَّهَ سَبِيعٌ عَلَيْهِمْ^[ط] ﴿١٨١﴾ فَمَنْ
 خَافَ مِنْ مَوْصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْبًا فَاصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ^[ط]
 إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ^[ع] ﴿١٨٢﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ
 عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ
 تَتَّقُونَ^[لا] ﴿١٨٣﴾ أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ^[ط] فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا
 أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ^[ط] وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ
 فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ^[ط] فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ^[ط] وَأَنْ
 تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٤﴾ شَهْرُ رَمَضَانَ
 الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى
 وَالْفُرْقَانِ^[ج] فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ^[ط] وَمَنْ كَانَ
 مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ^[ط] يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ
 الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ^[ز] وَلِتُكَبِّرُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ

عَلَى مَا هَدَيْتُمْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٨٥﴾ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي
 عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ^[ط] أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ^[لا]
 فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ﴿١٨٦﴾ أَجَلٌ
 لَّكُمْ لَيْلَةٌ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ ^[ط] هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ
 لِبَاسٌ لَهُنَّ ^[ط] عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ
 عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ ^[ج] فَالْمَنَ بِأَشْرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ
 لَكُمْ ^[ص] وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ
 الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ^[ص] ثُمَّ أَتُوا الصِّيَامَ إِلَى الْيَلِّ ^[ج] وَلَا
 تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ ^[لا] فِي الْمَسْجِدِ ^[ط] تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ
 فَلَا تَقْرَبُوهَا ^[ط] كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لِنَاسٍ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ
 ﴿١٨٧﴾ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى
 الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ

تَعْلَمُونَ^[ع] ﴿١٨٨﴾ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْآهْلِ^[ط] قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ
 لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ^[ط] وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا
 وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى^[ج] وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا^[ص] وَاتَّقُوا اللَّهَ
 لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٨٩﴾ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ
 يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا^[ط] إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴿١٩٠﴾
 وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ
 أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ^[ج] وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ
 الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ^[ج] فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ
 فَاقْتُلُوهُمْ^[ط] كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكٰفِرِينَ ﴿١٩١﴾ فَإِنْ أَنْتَهَوْا فَإِنَّ
 اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٩٢﴾ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ
 وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ^[ط] فَإِنْ أَنْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ
 ﴿١٩٣﴾ الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرْمَتُ قِصَاصٌ^[ط]

فَمَنْ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى
 عَلَيْكُمْ [ص] وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ﴿١٩٤﴾
 وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ [ج] ۗ
 وَأَحْسِنُوا [ج] إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٩٥﴾ وَاتَّبُوا الْحَجَّ
 وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ [ط] فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ [ج] وَلَا
 تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ [ط] فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ
 مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ
 نُسُكٍ [ج] فَإِذَا أَمِنْتُمْ [وقفة] فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا
 اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ [ج] فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي
 الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ [ط] تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ [ط] ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ
 يَكُنْ أَهْلَهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ [ط] وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ
 اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ [ع] ﴿١٩٦﴾ الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَةٌ [ج] فَمَنْ

فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ [لا] وَلَا جِدَالَ فِي
 الْحَجِّ [ط] وَمَا تَفَعَّلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللَّهُ [ط/ط] وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ
 الزَّادِ التَّقْوَى [نا] وَاتَّقُوا يَا أُولِي الْأَلْبَابِ ﴿١٩٧﴾ لَيْسَ عَلَيْكُمْ
 جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ [ط] فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ
 فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ [ص] وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَيْكُمْ
 [ج] وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمَنِ الضَّالِّينَ ﴿١٩٨﴾ ثُمَّ أَفِيضُوا
 مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ [ط] إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ
 رَحِيمٌ ﴿١٩٩﴾ فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ
 كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا [ط] فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا
 آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَالَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلْقٍ ﴿٢٠٠﴾ وَمِنْهُمْ مَنْ
 يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ
 النَّارِ ﴿٢٠١﴾ أُولَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِمَّا كَسَبُوا [ط] وَاللَّهُ سَرِيعُ

الْحِسَابِ ﴿٢٠٢﴾ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ ^[ط] فَمَنْ
 تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ^[ج] وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ^[لا]
 لِمَنِ اتَّقَى ^[ط] وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿٢٠٣﴾
 وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهَدُ اللَّهَ
 عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ ^[لا] وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ ﴿٢٠٤﴾ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي
 الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ ^[ط] وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ
 الْفَسَادَ ﴿٢٠٥﴾ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ
 فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ ^[ط] وَلَبِئْسَ الْبِهَادُ ﴿٢٠٦﴾ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ
 يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ ^[ط] وَاللَّهُ رَعُوفٌ ^م بِالْعِبَادِ
 ﴿٠﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً ^[ص] وَلَا تَتَّبِعُوا
 خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ^[ط] إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ﴿٢٠٨﴾ فَإِنْ زَلَلْتُمْ
 مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمْ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

﴿ ২০৯ ﴾ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ
 وَالْمَلَائِكَةُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ ^[ط] وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ^[ع] ﴿ ২১০ ﴾
 سَلُّ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَمَا آتَيْنَهُمْ مِّنْ آيَةٍ ^م بَيْنَتِهِ ^[ط] وَمَنْ يُبَدِّلْ
 نِعْمَةَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿ ২১১ ﴾
 زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا
^[م] وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ^[ط] وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ
 بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿ ২১২ ﴾ كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً ^[قف] فَبَعَثَ اللَّهُ
 النَّبِيِّنَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ ^[ص] وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ
 بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ ^[ط] وَمَا اخْتَلَفَ
 فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا ^م
 بَيْنَهُمْ ^[ج] فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ
 بِإِذْنِهِ ^[ط] وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿ ২১৩ ﴾

أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا
 مِنْ قَبْلِكُمْ ^[ط] مَسَّتْهُمْ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ
 الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصُرُ اللَّهُ ^[ط] أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ
 قَرِيبٌ ﴿٢١٤﴾ يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ^[ط/ه] قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ
 مِنْ خَيْرٍ فَلِلَّوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ
 السَّبِيلِ ^[ط] وَمَا تَفَعَّلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٢١٥﴾
 كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ ^[ج] وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا
 وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ ^[ج] وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ ^[ط] وَاللَّهُ
 يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ^[ع] ﴿٢١٦﴾ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ
 الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ ^[ط] قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ ^[ط] وَصَدٌّ عَنِ سَبِيلِ
 اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ^[ق] وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ
 عِنْدَ اللَّهِ ^[ج] وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ ^[ط] وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ

حَتَّىٰ يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا ^[ط] وَمَنْ يَّرْتَدِدْ مِنْكُمْ
 عَنْ دِينِهِ فَيَبُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا
 وَالْآخِرَةِ ^[ج] وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ^[ج] هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ
 ﴿٢١٧﴾ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ
 اللَّهِ ^[لا] أُولَٰئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ ^[ط] وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ
 ﴿٢١٨﴾ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ^[ط] قُلْ فِيهِمَا آثَمٌ كَبِيرٌ
 وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ ^[زا] وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا ^[ط] وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا
 يُنْفِقُونَ ^[٥/٧] قُلِ الْعَفْوَ ^[ط] كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ
 لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ^[لا] ﴿٢١٩﴾ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ^[ط] وَيَسْأَلُونَكَ
 عَنِ الْيَتَامَىٰ ^[ط] قُلْ إِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ ^[ط] وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ
 فَاخْوَانُكُمْ ^[ط] وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ ^[ط] وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ
 لَأَعْتَبْتَكُمْ ^[ط] إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٢٠﴾ وَلَا تَنكِحُوا

الْمُشْرِكِ حَتَّى يُوْمِنَ ^[ط] وَلَا مَؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا
 أَعْبَبْتُمْ ^[ج] وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُوْمِنُوا ^[ط] وَلَعَبْدٌ
 مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَا أَعْبَبَكُمْ ^[ط] أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى
 النَّارِ ^[ج ٦] وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ^[ج] وَيُبَيِّنُ
 آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ^[ع] ﴿٢٢١﴾ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ
 الْمَحِيضِ ^[ط] قُلْ هُوَ آذَى ^[لا] فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ
^[لا] وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ ^[ج] فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ
 حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ^[ط] إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ
 ﴿٢٢٢﴾ نِسَاءُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ ^[ص] فَأَتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ ^[زا]
 وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ ^[ط] وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُّلْقَوَةٌ ^[ط] وَبَشِّرِ
 الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٢٣﴾ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْبَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا
 وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ ^[ط] وَاللَّهُ سَبِيْعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٤﴾ لَا

يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ
 قُلُوبُكُمْ ^[ط] وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿٢٢٥﴾ لِلَّذِينَ يُؤَلُّونَ مِنْ
 نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ^[ج] فَإِنْ فَأَوْفَانِ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ
 ﴿٢٢٦﴾ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَبِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾
 وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ^[ط] وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ
 أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
 الْآخِرِ ^[ط] وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ^[ط]
 وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ^[ص] وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ
 دَرَجَةٌ ^[ط] وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ^[ع] ﴿٢٢٨﴾ الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ ^[ص]
 فَاِمْسَاكِ ^م بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ ^م بِإِحْسَانٍ ^[ط] وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ
 تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ
 اللَّهِ ^[ط] فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ^[لا] فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ

فَيَبَا أفتدتُ به^[ط] تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا^[ج] وَمَنْ يَتَعَدَّ
 حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٢٩﴾ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ
 لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ^[ط] فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ
 عَلَيْهَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ^[ط] وَتِلْكَ حُدُودُ
 اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٢٣٠﴾ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ
 أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ^[ص] وَلَا
 تُسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لَتَعْتَدُوا^[ج] وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ
 نَفْسَهُ^[ط] وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوعًا^[ز] وَادْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ
 عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ^[ط]
 وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ^[ع] ﴿٢٣١﴾ وَإِذَا
 طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ
 أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضُوا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ^[ط] ذَلِكَ يُوعِظُ بِهِ مَنْ

كَانَ مِنْكُمْ يَوْمَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ [ط] ذَلِكُمْ أَزْوَاجُ لَكُمْ
 وَأَطْهَرُ [ط] وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢٣٢﴾ وَالْوَالِدَاتُ
 يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ
 الرَّضَاعَةَ [ط] وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ [ط]
 لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا [ك] لَا تَضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ
 لَهُ بِوَلَدِهِ [ق] وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ [ك] فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ
 تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا [ط] وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ
 تُسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ
 بِالْمَعْرُوفِ [ط] وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ
 ﴿٢٣٣﴾ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ
 بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا [ك] فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ
 عَلَيْكُمْ فِيهَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ [ط] وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ

خَيْرٌ ﴿٢٣٤﴾ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيهَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ
 النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ ^[ط] عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ
 سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا
 مَعْرُوفًا ^[٥/ط] وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ
^[ط] وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ^[ج] وَاعْلَمُوا
 أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ^[٤/ع] ﴿٢٣٥﴾ لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمْ
 النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ^[ج/٦]
 وَمَتَّعُوهُنَّ ^[ك] عَلَى الْمَوْسِعِ قَدْرَهُ وَعَلَى الْمَقْتِرِ قَدْرَهُ ^[ج] مَتَاعًا
 بِالْمَعْرُوفِ ^[ج] حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ ﴿٢٣٦﴾ وَإِنْ طَلَقْتُمُوهُنَّ
 مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا
 فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ^[ج]
 وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى ^[ط] وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ^[ط] إِنَّ

اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٧﴾ حِفْظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ
 الْوُسْطَىٰ [ق] وَقَوْمُوا لِلَّهِ قِنْتَيْنِ ﴿٢٣٨﴾ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ
 رُكْبَانًا [ج] فَإِذَا آمَنْتُمْ فَادْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا
 تَعْلَمُونَ ﴿٢٣٩﴾ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا [ج]
 وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَّتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرِ إِخْرَاجٍ [ج] فَإِنْ خَرَجْنَ
 فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَّعْرُوفٍ [ط] وَاللَّهُ
 عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٤٠﴾ وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ [ط] حَقًّا عَلَى
 الْمُتَّقِينَ ﴿٢٤١﴾ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ
 [ع] ﴿٢٤٢﴾ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ
 حَذَرَ الْمَوْتِ [ص] فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا [قف] ثُمَّ أَحْيَاهُمْ [ط] إِنَّ
 اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ
 ﴿٢٤٣﴾ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَبِيعٌ عَلِيمٌ

﴿ ২৪৪ ﴾ مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ
 أَضْعَافًا كَثِيرَةً ^[ط] وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ ^[ص] وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

﴿ ২৪৫ ﴾ أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى ^[م]
 إِذْ قَالُوا لِنَبِيِّ لَّهُمْ أبعثْ لَنَا مَلِكًا نُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ^[ط] قَالَ
 هَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلَّا تُقَاتِلُوا ^[ط] قَالُوا وَمَا
 لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْنَانَا ^[ط]
 فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ ^[ط] وَاللَّهُ عَلِيمٌ ^م
 بِالظَّالِمِينَ ﴿ ২৪৬ ﴾ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ
 طَالُوتَ مَلِكًا ^[ط] قَالُوا أَنَّى يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ
 بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ ^[ط] قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ
 عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ ^[ط] وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَن
 يَشَاءُ ^[ط] وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿ ২৪৭ ﴾ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ

مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّنْ رَبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا
 تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ ^[ط] إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً
 لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ ^[ع] ﴿٢٤٨﴾ فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ ^[ل]
 قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ ^[ج] فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي ^[ج]
 وَمَنْ لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً ^[ج] بِيَدِهِ ^[ج]
 فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ ^[ط] فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ
^[ل] قَالُوا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ ^[ط] قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ
 أَنَّهُم مُّلقُوا اللَّهَ ^[ل] كَمْ مِّنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً ^[م] بِإِذْنِ
 اللَّهِ ^[ط] وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴿٢٤٩﴾ وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ
 قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ
 الْكَافِرِينَ ^[ط] ﴿٢٥٠﴾ فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ ^[قف/] وَقَتَلَ دَاوُدُ
 جَالُوتَ وَاتَّهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ ^[ط] وَلَوْلَا دَفْعُ

اللَّهُ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ [لا] لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ
 ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴿٢٥١﴾ تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ
 بِالْحَقِّ [ط] وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿٢٥٢﴾

صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ

وَاللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ

৩য় পাঠ

কুরআন মাজিদ পরিচিতি

আমরা ইতঃপূর্বে তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণিতে কুরআন মাজিদ সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা লাভ করেছি। এখন আমরা একটু বিস্তারিত জানবো। কুরআন মাজিদ হলো মহান আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে অবতীর্ণ কিতাব। আল্লাহ তায়ালা বলেন- **وَأَنَّهُ لَنَزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ**

অর্থাৎ, আর এ কিতাব বিশ্বজগতের রব আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ। (সূরা আশশুয়ারা, ১৯২) এতে সমগ্র মানবজাতির দুনিয়া ও আখেরাত সংক্রান্ত যাবতীয় সমস্যা সমাধানের পথ দেখানো হয়েছে। আমাদের জীবন চলার পথে সৃষ্ট সমস্যার সমাধানও এই মহাগ্রন্থের মধ্যে নিহিত রয়েছে। এছাড়াও এ পবিত্র গ্রন্থে মানুষের ব্যক্তিগত জীবন থেকে শুরু করে রাষ্ট্রীয় জীবনের সকল দিক সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। সাথে সাথে সমাজ জীবনে শান্তি শৃংখলা রক্ষা, পারস্পারিক সৌহার্দ্য, সদ্ভাব, সাম্য-মৈত্রী, সহমর্মিতা, ধৈর্য-সহিষ্ণুতা প্রভৃতি বিষয় সম্পর্কে জোর তাগিদ দেওয়া হয়েছে। সমাজে যাতে বিশৃঙ্খলা, অনাচার, সুদ-ঘুষ, দুর্নীতি, প্রতারণা, জালিয়াতি, ফিতনা-ফাসাদ, সন্ত্রাস, চাঁদাবাজি, ধূমপান ও মাদক গ্রহণ ইত্যাদি কার্যক্রম সংঘটিত না হয়ে সে বিষয়ে কুরআন মাজিদে নির্দেশনা রয়েছে। যেমন ফিতনা-ফাসাদের ভয়াবহতা সম্পর্কে সূরা বাকারার ১৯১ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে- **وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ** অর্থাৎ, ফিতনা-ফাসাদ হত্যা অপেক্ষা জঘন্য অপরাধ।

উপরে বর্ণিত বিষয়গুলো কুরআন মাজিদের বিভিন্ন আয়াতের মধ্যে নিহিত রয়েছে।

আয়াত

আয়াত হলো আল কুরআনের বাক্য বা বাক্যগুচ্ছ। আল কুরআনের আয়াত সংখ্যা ৬২৩৬টি। আল কুরআনের সবচেয়ে বড় আয়াত হলো 'আয়াতুদ দাইন'। এটি সুরাতুল বাকারার ২৮২ নম্বর আয়াত। কুরআন মাজিদের সর্বপ্রথম অবতীর্ণ আয়াত হলো সূরা আলাকের প্রথম পাঁচ আয়াত। আর সর্বশেষ অবতীর্ণ আয়াত হলো সূরা বাকারার ২৮১ নম্বর আয়াত। পবিত্র কুরআনের ২৯টি সূরার শুরুতে কিছু হরকতবিহীন হরফ রয়েছে। এগুলোকে হরুফে মুকাত্বাত বলা হয়। যেমন: **الْم**

সূরা

কমপক্ষে তিনটি আয়াত সম্বলিত কুরআন মাজিদের বিশেষ অংশকে সূরা বলা হয়। কুরআন মাজিদের সর্বমোট সূরা সংখ্যা হলো ১১৪। সর্বপ্রথম নাজিলকৃত পূর্ণাঙ্গ সূরার নাম সূরা আল ফাতিহা। সূরা আল ফাতিহার প্রধান উপাধি হলো উম্মুল কুরআন বা কুরআনের জননী। সর্বশেষ নাজিলকৃত পূর্ণাঙ্গ সূরা হলো সূরা আন-নাসর। সূরা ইয়াসিনকে কুরআন মাজিদের অন্তর বলা হয়। নাজিল হওয়ার সময় বিবেচনায় কুরআনের সূরাগুলোকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়— ১. মাক্কি সূরা ও ২. মাদানি সূরা।

মাক্কি সূরার পরিচয় : মহানবি (ﷺ)-এর হিজরতের পূর্বে নাজিলকৃত সূরাকে মাক্কি সূরা বলে।

মাদানি সূরার পরিচয় : হিজরতের পরে নাজিলকৃত সূরাকে মাদানি সূরা বলে।

দৈর্ঘ্যের বিচারে কুরআন মাজিদের সূরাগুলোকে চার ভাগে ভাগ করা হয়। এগুলো হলো তিওয়াল, মিয়িন, মাছানি ও মুফাসসাল। কুরআন মাজিদের প্রথম সাতটি দীর্ঘ সূরাকে তিওয়াল বলা হয়। সূরা বাকারা, আলে ইমরান, নিসা, মায়েদা, আনআম, আ'রাফ এবং আনফাল ও তাওবা এগুলো তিওয়াল এর অন্তর্ভুক্ত। যেসব সূরার আয়াত সংখ্যা কমবেশি একশত সেগুলোকে মিয়িন বলা হয়। সূরা ইউনুস থেকে সূরা ফাতির পর্যন্ত ২৬টি সূরা মিয়িন এর অন্তর্ভুক্ত সূরা ইয়াসিন থেকে সূরা কাফ পর্যন্ত ১৫টি সূরাকে মাছানি বলা হয়। এগুলোর আয়াত সংখ্যা একশ'র কম। সূরা কাফ থেকে সূরা নাস পর্যন্ত সূরাগুলোকে মুফাসসাল বলা হয়। মুফাসসাল তিন প্রকার। তিওয়াল, আওসাত ও কিসার। সূরা কাফ বা সূরা হুজুরাত থেকে সূরা ইনশিকাক পর্যন্ত সূরাগুলোকে তিওয়ালে মুফাসসাল বলা হয়। সূরা বুরুজ থেকে সূরা কদর পর্যন্ত সূরাগুলোকে আওসাতে মুফাসসাল বলা হয়। সূরা বায়িনাত থেকে সূরা নাস পর্যন্ত সূরাগুলোকে কিসারে মুফাসসাল বলা হয়।

পারা

তिलाওয়াতের সুবিধার্থে পবিত্র কুরআনকে ৩০ টি অংশে ভাগ করা হয়েছে। এর প্রত্যেকটি ভাগকে পারা বলে। আরবিতে পারাকে জুয (جزء) বলা হয়।

রুকু

কুরআন মাজিদের অধিকাংশ সূরাকে অর্থের ভিত্তিতে বিভিন্ন অংশে ভাগ করা হয়েছে। এর প্রত্যেকটি ভাগকে রুকু বলা হয়। কুরআন মাজিদের সর্বমোট রুকুর সংখ্যা ৫৪০।

সাজদা

আল্লাহ তাআলার প্রতি সম্মান দেখানোর উদ্দেশ্যে মাটিতে কপাল রাখাকে সাজদা বলা হয়। কুরআন মাজিদের ১৪টি আয়াতে সাজদা করার নির্দেশ রয়েছে। এসব আয়াত তিলাওয়াত করলে বা অন্যের তিলাওয়াত শুনলে সাজদা করা ওয়াজিব তথা অবশ্য কর্তব্য।

অনুশীলনী

১। এককথায় উত্তর দাও :

- ক. সর্বোত্তম নফল ইবাদাত কোনটি ?
- খ. কুরআন তিলাওয়াতকারীর সাথে কিয়ামাতে কুরআন কেমন আচরণ করবে ?
- গ. কুরআন মাজিদের আয়াত সংখ্যা কতটি ?
- ঘ. কুরআন মাজিদের সবচেয়ে বড় আয়াত কোনটি ?
- ঙ. কুরআন মাজিদের প্রথম নাজিলকৃত আয়াত কোনটি ?
- চ. সূরাতুল ফাতিহার প্রধান উপাধি কী ?
- ছ. সর্বশেষ নাজিলকৃত পূর্ণাঙ্গ সূরার নাম কী ?
- জ. মাক্কি সূরা কাকে বলে ?
- ঝ. কুরআন মাজিদে সাজদার আয়াত কতটি ?
- ঞ. কোন কোন সূরাকে তিওয়াল বলে ?
- ট. মাসানি কাকে বলে এবং তা কতটি ?
- ঠ. মুফাসসাল কত প্রকার ও কী কী ?
- ড. কোন সূরাগুলোকে আওসাতে মুফাসসাল বলে ?
- ঢ. কয়টি সূরার শুরুতে হুরুফে মুকাত্তায়াত আছে ?

২। শূন্যস্থান পূরণ করো :

- ক. কুরআন মাজিদের আয়াত সংখ্যাটি।
- খ. কুরআন মাজিদের সবচেয়ে ছোট আয়াত হলো.....।
- গ. কুরআন মাজিদের প্রথম নাজিলকৃত আয়াত।
- ঘ.হলো কুরআন মাজিদের সর্বপ্রথম নাজিলকৃত পূর্ণাঙ্গ সূরা।
- ঙ. কুরআন মাজিদের অন্তর বলা হয় সূরা.....কে।
- চ. কুরআন মাজিদের পারা সংখ্যাটি।
- ছ. কুরআন মাজিদের রুকু সংখ্যাটি।
- জ. দৈর্ঘ্যের বিচারে কুরআন মাজিদের সূরাগুলোপ্রকার।
- ঝ. মিয়িন-এর সংখ্যাটি।
- ঞ. الم হলো.....।

৩। সঠিক উত্তর লেখ :

- ক. কুরআন মাজিদের আয়াত সংখ্যা কতটি ? ৬২৩৬/৬৩০০/৬৫২৩
 খ. কুরআন মাজিদের প্রথম নাজিলকৃত আয়াত কোন সূরার ?
 আলাক/ মুদ্দাসসির/ ফাতিহা
 গ. সূরা ফাতিহার প্রধান উপাধি কী? শিফা/ ফাতিহা / উম্মুল কুরআন
 ঘ. কুরআন মাজিদের অন্তর বলা হয় কোন সূরাকে ?
 ফাতিহা/ইয়াসিন/বাকারা
 ঙ. কুরআন মাজিদের রুকু সংখ্যা কত ? ৫৪০/৫৫৫/৫৬০
 চ. সূরা বাকারা কোন প্রকার সূরা ? তিওয়াল/ মিয়িন/ মুফাসসাল
 ছ. মাসানির সংখ্যা কতটি ? ১৫/১৬/২০
 জ. মুফাসসাল কত প্রকার ? ৩/৪/৫
 ঝ. কয়টি সূরার শুরুতে হুরুফে মুকাত্তয়াত আছে ? ২৯/৩০/৩২

৪। বাম পাশের শব্দের সাথে ডান পাশের শব্দের মিল করো :

ক্রমিক নং	বাম	ডান
০১	কুরআন মাজিদ নাজিল হয়	হুরুফে মুকাত্তয়াত
০২	সূরাতুল বাকারার আয়াত সংখ্যা	১৪ টি
০৩	সবচেয়ে বড় আয়াতের নাম	১১৪ টি
০৪	الم হলো	২৮৬টি
০৫	কুরআন মাজিদের সূরা সংখ্যা	শেষ নবি মুহাম্মদ (ﷺ)-এর উপর
০৬	সর্বোত্তম ইবাদত হলো	আয়াতুদ দাইন
০৭	কুরআনের অন্তর বলা হয়	কুরআন তিলাওয়াত
০৮	কুরআনে সাজদা আছে	সূরা ইয়াসিনকে

৪। রচনামূলক প্রশ্ন

- ক. কুরআন মাজিদ তিলাওয়াতের গুরুত্ব বর্ণনা করো।
 খ. কুরআন মাজিদ তিলাওয়াতের ফজিলত বর্ণনা করো।
 গ. কুরআন মাজিদের পরিচিতি পেশ করো।

২য় অধ্যায়

হিফজ ও লেখা

শিক্ষক নির্দেশিকা

ক) শিক্ষক মহোদয় প্রতিদিন অল্প অল্প করে শুদ্ধ উচ্চারণসহ শিক্ষার্থীদের সূরাগুলো মুখস্থ করাবেন। প্রতিদিন পাঠ শোনার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের পাঠ মুখস্থ করার ব্যাপারে তাকিদ দিবেন। একটি সূরা শেষ হলে সেটিকে পূর্ণাঙ্গভাবে সকলের কাছ থেকে শোনা নিশ্চিত করবেন।

খ) শিক্ষক মহোদয় প্রতিদিন একটি করে আয়াত বোর্ডে লিখে শিক্ষার্থীদেরকে তা অনুসরণ করে লিখতে বলবেন। বাড়ি থেকে উক্ত আয়াতটি কয়েকবার লিখে আনতে বলবেন। এভাবে সূরাটি সমাপ্ত হলে পূর্ণাঙ্গ সূরা একবারে লিখতে বলবেন।

১ম পাঠ

কুরআন মাজিদ হিফজ করা ও লেখার গুরুত্ব এবং ফজিলত

ক) হিফজ করার গুরুত্ব ও ফজিলত

আল্লাহ তাআলা মানবজাতির হিদায়াতের জন্য কুরআন মাজিদ নাজিল করেছেন। কেয়ামত পর্যন্ত আসমানি কিতাব হিসেবে কুরআন মাজিদই বহাল থাকবে। কুরআন মাজিদের আদর্শ ও শিক্ষা অনুযায়ী জীবন গঠন করতে হলে নিয়মিত তা তিলাওয়াত করতে হবে। তাছাড়া তিলাওয়াতের পাশাপাশি পূর্ণ বা আংশিক কুরআন মাজিদ মুখস্থ করাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কেননা, প্রয়োজনমত কুরআন মুখস্থ করা সকল মুসলিমের জন্য ফরজে আইন। শুধু নামাজ আদায় ও তেলাওয়াতের উদ্দেশ্যেই নয়; বরং সংরক্ষণ করার উদ্দেশ্যেও কুরআন মাজিদ মুখস্থ করা আবশ্যিক। রাসুলুল্লাহ (ﷺ) নিজে কুরআন মাজিদ মুখস্থ করতেন। সাহাবায়ে কেরামকেও মুখস্থ করার নির্দেশ দিতেন। যুগে যুগে লক্ষ লক্ষ মুসলিম কুরআন মাজিদ মুখস্থ করে হাফেজে কুরআন হওয়ার গৌরব অর্জন করেছেন।

যে কোনো বিদ্যা মুখস্থ করা হলে তা স্থায়ী হয়। রপ্ত করা বিদ্যা দ্বারা উপকৃত হওয়া সহজ হয়। সব সময় বই-পুস্তক দেখে দেখে পাঠ করলে বিদ্যা রপ্ত করা যায় না। এ কারণে আমাদের উচিত নিয়মিত কুরআন মাজিদ মুখস্থ করা। প্রতিদিন অল্প অল্প মুখস্থ করলে একদিন অনেক আয়াত ও সূরা মুখস্থ করা হয়ে যাবে। অল্প বয়সে মুখস্থ করা অধিক সহজ। কেননা বলা হয়- **أَلْحِفْظُ فِي الصَّغْرِ كَالْتَّقِشِ فِي الْحَجْرِ** “ছোটকালে মুখস্থ করা, পাথরে খোদাই করে রাখার সমতুল্য।”

কুরআন মাজিদ মুখস্থ করার ফজিলত প্রসঙ্গে এক হাদিসে উল্লেখ রয়েছে-

إِنَّ لِلَّهِ أَهْلِينَ مِنَ النَّاسِ فَقِيلَ مَنْ أَهْلُ اللَّهِ مِنْهُمْ قَالَ أَهْلُ الْقُرْآنِ (رواه احمد عن انس)

অর্থাৎ, নিশ্চয় আল্লাহ তাআলার জন্য মানুষের মধ্য থেকে কতিপয় আপনজন রয়েছেন। জনৈক সাহাবি বললেন, হে আল্লাহর রাসুল, তাদের মধ্যে আল্লাহর আপনজন কারা? তিনি বললেন, তাঁরা হলেন কুরআনের বাহক তথা হাফেজগণ।

অন্য হাদিসে উল্লেখ আছে-

مَثَلُ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَهُوَ حَافِظٌ لَهُ، مَعَ السَّفَرَةِ الْكِرَامِ الْبَرَّةِ. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ)

অর্থাৎ, হাফেজে কুরআন যিনি কুরআন তিলাওয়াত করেন, তার তুলনা লেখার কাজে নিয়োজিত সম্মানিত ও পুণ্যবান ফেরেশতাদের সাথে। (বুখারি, ৪৯৩৭)

খ) লেখার গুরুত্ব

মহান আল্লাহ মানবজাতিকে কলমের মাধ্যমেই সব কিছু শিক্ষা দিয়েছেন। কুরআন মাজিদে তিনি বলেছেন **الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ** “পড়ুন, আর (আপনার) প্রভু তো মহিমান্বিত। যিনি কলমের মাধ্যমে শিক্ষা দিয়েছেন।” (সূরাতুল আলাক, ৩ ও ৪)

এ কারণে যুগে যুগে আলেমগণ যে কোনো বিদ্যা পাঠ করে মুখস্থ করার সাথে সাথে লেখার প্রতিও গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তাছাড়া লিখে রাখার মাধ্যমেই বিদ্যাকে আয়ত্ব করা যায়। রপ্তকৃত বিদ্যা লিখে রাখার ব্যবস্থা করা হলে তা সুরক্ষিত হয়। লেখার প্রতি গুরুত্বারোপ করেই মহানবি (ﷺ) কুরআন মাজিদ সংরক্ষণের ক্ষেত্রে মুখস্থ করে রাখার পাশাপাশি বিভিন্ন কিছুতে লিখে রাখারও ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন। কুরআন মাজিদের কোনো আয়াত বা সূরা নাজিল হওয়ার সাথে সাথে অহি লেখার দায়িত্বপ্রাপ্ত সাহাবায়ে কেবল নিজ নিজ উপকরণে তা লিখে রাখতেন। ফলে মহানবি (ﷺ) এর সময়েই কুরআন মাজিদ লেখার গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়। পরবর্তীতে খোলাফায়ে রাশেদার আমলেও বিশেষ গুরুত্বের সাথে কুরআন মাজিদ লিখে রাখার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। এ কারণে বর্তমানেও মুসলিম ছেলে-মেয়েদের কুরআন মাজিদ লেখার যোগ্যতা অর্জন করা আবশ্যিক। হাতের লেখা সুন্দর করা এবং মুখস্থ করা বিদ্যা দীর্ঘসময় ধরে মনে রাখার জন্য নিয়মিত লিখে রাখার কোনো বিকল্প নেই। তাই কুরআন মাজিদের কিছু অংশ লিখে রাখার জন্য নিম্নে কতিপয় সূরা উল্লেখ করা হলো।

২য় পাঠ

সূরাতুদ দুহা (৯৩), মক্কায় অবতীর্ণ
রুকু সংখ্যা-০১, আয়াত সংখ্যা -১১

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَالضُّحَىٰ [লা] ﴿ ১ ﴾ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ [লা] ﴿ ২ ﴾ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ
وَمَا قَلَىٰ [ط] ﴿ ৩ ﴾ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَىٰ [ط] ﴿ ৪ ﴾
وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ [ط] ﴿ ৫ ﴾ أَلَمْ
يَجِدَكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ [ص] ﴿ ৬ ﴾ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ [ص]
﴿ ৭ ﴾ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ [ط] ﴿ ৮ ﴾ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا
تَقْهَرُ [ط] ﴿ ৯ ﴾ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرُ [ط] ﴿ ১০ ﴾ وَأَمَّا
بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ [ع] ﴿ ১১ ﴾

৩য় পাঠ

সূরাতুল ইনশিরাহ (৯৪), মক্কায় অবতীর্ণ
রুকু সংখ্যা-০১, আয়াত সংখ্যা - ০৮

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

- الْمُ نَشْرُحُ لَكَ صَدْرَكَ [লা] ﴿ ১ ﴾ وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ [লা]
 ﴿ ২ ﴾ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ [লা] ﴿ ৩ ﴾ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ [ط]
 ﴿ ৪ ﴾ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا [লা] ﴿ ৫ ﴾ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا [ط]
 ﴿ ৬ ﴾ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ [লা] ﴿ ৭ ﴾ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ [ع]
 ﴿ ৮ ﴾

৪র্থ পাঠ

সূরাতুল তীন (৯৫), মক্কায় অবতীর্ণ
রুকু সংখ্যা-০১, আয়াত সংখ্যা - ০৮

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

- وَالْتَيْنِ وَالزَّيْتُونَ [লা] ﴿ ১ ﴾ وَطُورِ سِينِينَ [লা] ﴿ ২ ﴾ وَهَذَا
 الْبَلَدِ الْأَمِينِ [লা] ﴿ ৩ ﴾ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ

تَقْوِيمٍ [از] ﴿٤﴾ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ [لا] ﴿٥﴾ إِلَّا
 الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ
 مَمْنُونٍ [ط] ﴿٦﴾ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالذِّينِ [ط] ﴿٧﴾
 أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَكِيمِينَ [ع] ﴿٨﴾

৫ম পাঠ

সূরাতুল আলাক (৯৬), মক্কায় অবতীর্ণ

রুকু সংখ্যা-০১, আয়াত সংখ্যা -১৯

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ [ع] ﴿١﴾ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ
 عَلَقٍ [ع] ﴿٢﴾ اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ [لا] ﴿٣﴾ الَّذِي عَلَّمَ
 بِالْقَلَمِ [لا] ﴿٤﴾ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ [ط] ﴿٥﴾ كَلَّا إِنَّ
 الْإِنْسَانَ لَيْطَغِي [لا] ﴿٦﴾ أَنْ رَأَاهُ اسْتَغْنَى [ط] ﴿٧﴾ إِنَّ إِلَى
 رَبِّكَ الرُّجْعَى [ط] ﴿٨﴾ أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى [لا] ﴿٩﴾ عَبْدًا إِذَا

صَلَّى [ط] ﴿١٠﴾ أَرَعَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَى الْهُدَىٰ [لا] ﴿١١﴾ أَوْ أَمَرَ
 بِالتَّقْوَىٰ [ط] ﴿١٢﴾ أَرَعَيْتَ إِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ [ط] ﴿١٣﴾ أَلَمْ
 يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَىٰ [ط] ﴿١٤﴾ كَلَّا لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ [ه/٥]
 لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ [لا] ﴿١٥﴾ نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ [ج]
 ﴿١٦﴾ فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ [لا] ﴿١٧﴾ سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ [لا] ﴿١٨﴾
 كَلَّا [ط] لَا تُطِعهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ [السجدة] [ع] ﴿١٩﴾

৬ষ্ঠ পাঠ

সূরাতুল কাদর (৯৭), মক্কায় অবতীর্ণ
রুকু সংখ্যা-০১, আয়াত সংখ্যা - ০৫

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ [ج/٦] ﴿١﴾ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ
 الْقَدْرِ [ط] ﴿٢﴾ لَيْلَةُ الْقَدْرِ [ه/٥] خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ [ط/٧] ﴿٣﴾

تَنْزَلُ الْمَلَكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ [ج] مِنْ كُلِّ أَمْرٍ [٧/١]
 [٤] ﴿٤﴾ سَلَّمَ [قف /] هِيَ حَتَّىٰ مَطَلَعِ الْفَجْرِ [ع] ﴿٥﴾

৭ম পাঠ

সূরা তুল বায়্যিনাহ (৯৮), মদিনায় অবতীর্ণ
 রুকু সংখ্যা-০১, আয়াত সংখ্যা - ০৮

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ
 مُنْفَكِّينَ حَتَّىٰ تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ [لا] ﴿١﴾ رَسُولٌ مِّنَ اللَّهِ
 يَتْلُوا صُحُفًا مُّطَهَّرَةً [لا] ﴿٢﴾ فِيهَا كُتِبَ قِيبَةٌ [ط] ﴿٣﴾
 وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ
 الْبَيِّنَةُ [ط] ﴿٤﴾ وَمَا أَمْرٌ إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ
 الدِّينَ [ه] ﴿٥﴾ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ
 دِينُ الْقِيَامَةِ [ط] ﴿٥﴾ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ

وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا ^[ط] أُولَئِكَ هُمُ
 شَرُّ الْبَرِيَّةِ ^[ط] (٦) إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا
 الصَّالِحَاتِ ^[لا] أُولَئِكَ هُمُ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ ^[ط] (٧) جَزَاءُ وَّهُمْ
 عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ
 خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ^[ط] رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ^[ط]
 ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ ^[ع] (٨)

অনুশীলনী

১। এককথায়/ একবাক্যে উত্তর দাও :

- ক) প্রয়োজনমত কুরআন মাজিদ মুখস্থ করার হুকুম কী ?
- খ) ছোটকালে মুখস্থ করাকে কিসের সাথে তুলনা করা হয়েছে ?
- গ) কারা আল্লাহ তাআলার আপনজন ?
- ঘ) মানুষকে কিসের মাধ্যমে শিক্ষা দেয়া হয়েছে ?
- ঙ) সূরাতুদ দুহা কোথায় নাজিল হয়েছে ?
- চ) وَمَا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ কোন সূরার আয়াত ?
- ছ) সূরাতুল ইনশিরাহ কত আয়াত বিশিষ্ট ?
- জ) وَطُورِ سِينِينَ এর পরের আয়াতটি কী ?
- ঝ) সূরাতুত তীন কুরআন মাজিদের কততম সূরা ?

ঞ) عَبْدًا إِذَا صَلَّى কোন সূরার আয়াত?

ট) সূরাতুল আলাকের রুকু সংখ্যা কত?

ঠ) সূরাতুল আলাকের ৫ম আয়াতটি কী?

ড) সূরাতুল কাদরের শেষ আয়াতটি কী?

ঢ) সূরাতুল বায়্যিনাহ কোথায় নাজিল হয়?

ণ) فِيهَا كُتِبَ قِيَمَةٌ কোন সূরার আয়াত?

২। নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

ক) কুরআন মাজিদ মুখস্থ করার গুরুত্ব ও ফজিলত বর্ণনা করো।

খ) কুরআন মাজিদ মুখস্থ করার ফজিলত সম্পর্কে একটি হাদিস আরবিতে লেখ।

গ) সূরাতুদ দুহার প্রথম পাঁচ আয়াত হরকতসহ মুখস্থ লেখ।

ঘ) সূরাতুল ইনশিরাহ হরকতসহ মুখস্থ লেখ।

ঙ) সূরাতুত তীনের প্রথম পাঁচ আয়াত হরকতসহ মুখস্থ লেখ।

চ) সূরাতুল আলাকের ৬ থেকে ৯ নং আয়াত হরকতসহ মুখস্থ লেখ।

ছ) সূরাতুল বায়্যিনাতেের ৪ ও ৫নং আয়াত হরকতসহ মুখস্থ লেখ।

জ) সূরাতুদ দুহা হরকতবিহীন মুখস্থ লেখ।

ঝ) সূরাতুত তীনের ৬ থেকে ৮নং আয়াত হরকতবিহীন মুখস্থ লেখ।

ঞ) সূরাতুল আলাকের প্রথম পাঁচ আয়াত হরকতবিহীন মুখস্থ লেখ।

ট) সূরাতুল কাদর হরকতবিহীন মুখস্থ লেখ।

ঠ) সূরাতুল বায়্যিনাতেের ৭ ও ৮নং আয়াত হরকতবিহীন মুখস্থ লেখ।

ড) কুরআন মাজিদ লেখার গুরুত্ব বর্ণনা কর।

৩। শূন্যস্থান পূরণ করো :

ক) প্রয়োজন পরিমাণফরজে আইন।

খ) মানুষের মধ্যে সবচেয়ে ধনী হলেন.....বাহক।

গ) রপ্তকৃত বিদ্যা লিখে রাখার ব্যবস্থা করা হলে..... হয়।

ঘ) وَوَجَدَكَ فَهَدَى

ঙ) وَوَضَعْنَا عَنكَ

চ) فَأَنْصَبُ

ছ) نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ

জ) فَأَرْغَبُ

ঝ) ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ

وَمَا آذْرُكَ مَا..... الْقَدْرِ (ট) عَلَّمَ..... مَا لَمْ يَعْلَمْ (ঞ)
 ذَلِكَ لِمَنْ..... رَبَّهُ (ড) رَسُولٌ مِّنَ اللَّهِ يَتْلُوا... مُطَهَّرَةً (ঠ)

৪ : নিচের আয়াতগুলোতে হরকত প্রদান করো :

(া) والضحي [الا] والليل اذا سجي [الا] ما ودعك ربك وما قلى [ط] وللاخرة خير لك من الاولى [ط]
 (ب) فان مع العسر يسرا [الا] ان مع العسر يسرا [ط] فاذا فرغت فانصب [الا] والى
 ربك فارغب [ع]

(ج) الا الذين امنوا وعملوا الصلحت فلهم اجر غير ممنون [ط] فما يكذبك بعد
 بالدين [ط] اليس الله باحكم الحكيم [ع]

(د) اقرأ باسم ربك الذى خلق [ع] خلق الانسان من علق [ع] اقرأ وربك الاكرم [الا]
 الذى علم [الا] بالقلم علم الانسان ما لم يعلم [ط]

(ه) ارعيت الذى ينهى [الا] عبدا اذا صلى [ط] ارعيت ان كان على الهدى [الا] او امر بالتقوى [ط]
 ارعيت ان كذب وتولى [ط] الم يعلم بان الله يرى [ط] كلا لئن لم ينته [ه] لنسفعا
 بالناصية [الا] ناصية كاذبة خاطئة [ع]

(و) تنزل الملكة والروح فيها باذن ربهم [ع] من كل امر [الا] سلام [ان] هي حتى مطلع الفجر [ع]

(ز) وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين [ه] حنفاء ويقيموا الصلوة ويؤتوا
 الزكوة وذلك دين القيمة [ط]

(ح) جزاؤهم عند ربهم جنت عدن تجري من تحتها الانهر خالدين فيها ابدا [ط]
 رضى الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه [ع]

৫। সঠিক উত্তরটি খাতায় লেখ :

- ক) সূরাতুদ দুহা কোথায় নাজিল হয়েছে? মক্কায়/ মদিনায়/ হিজাজে।
 খ) সূরাতুদ দুহা কত আয়াত বিশিষ্ট? ১০/১১/১২।
 গ) কোন সূরাটি মদিনায় অবতীর্ণ? তীন/ দুহা/ বায়্যিনাহ।
 ঘ) وَاللّٰهُ فَارْعَبْ وَكَوْنُ سূরার আয়াত? আলাক/ তীন/ ইনশিরাহ।
 ঙ) সূরা কাদর কুরআন মাজিদের কততম সূরা? ৯৬/৯৭/৯৮।

৪। ডান পাশের আয়াতের অংশের সাথে বাম পাশের আয়াতের অংশের মিল কর :

বাম	ডান	ক্রমিক নং
اللّٰهُ يَرٰى	وَلَسَوْفَ يُعْطِيْكَ	১
بِأَحْكَمِ الْحَكِيْمِيْنَ	وَأَمَّا بِرِغْمَةِ رَبِّكَ	২
لَيْلَةِ الْقَدْرِ	فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ	৩
رَبُّكَ فَتَرْضٰى	لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ	৪
يَتْلُواْ صُحُفًا مُّطَهَّرَةً	أَلَيْسَ اللّٰهُ	৫
قِيَمَةً	الَّذِيْ عَلَّمَ	৬
يُسْرًا	أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ	৭
بِالْقَلَمِ	إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِيْ	৮
فِيْ أَحْسَنِ تَقْوِيْمٍ	رَّسُوْلٍ مِّنَ اللّٰهِ	৯
فَحَدِّثْ	فِيْهَا كُتُبٌ	১০

৬। বিশুদ্ধভাবে মুখস্থ বলো:

- ক) সূরাতুদ দুহা।
 খ) সূরাতুল ইনশিরাহ।
 গ) সূরাতুত তীন।
 ঘ) সূরাতুল আলাক।
 ঙ) সূরাতুল কাদর।
 চ) সূরাতুল বায়্যিনাহ।

৩য় অধ্যায়

অর্থ শেখা

শিক্ষক নির্দেশিকা

শিক্ষক মহোদয় অর্থ শেখানোর পূর্বে সূরা সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিবেন। অতঃপর প্রতিদিন একটি ১টি করে আয়াতের অর্থ শেখাবেন। প্রথমে আয়াতটির প্রত্যেকটি শব্দের শাব্দিক অর্থ শেখাবেন। অতঃপর সরল অনুবাদ শেখাবেন। এভাবে সূরাটি শেষ হলে পূর্ণ সূরার অর্থ মুখস্থ করাবেন।

১ম পাঠ

কুরআন মাজিদের অর্থ শেখার গুরুত্ব

কুরআন মাজিদ আল্লাহ তাআলার বাণী। এটি মানুষের জীবনবিধান। তাইতো আল্লাহ তাআলা কুরআন মাজিদ সম্পর্কে বলেছেন هُدًى لِلنَّاسِ - কুরআন মাজিদ মানবজাতির জন্য পথ নির্দেশিকা। কিন্তু কুরআন মাজিদকে আমাদের পথ নির্দেশিকা বানাতে হলে তা পড়তে হবে এবং বুঝতে হবে। এক্ষেত্রে কুরআন মাজিদের অর্থ জানার বিকল্প নেই। কারণ কুরআন মাজিদ শুধু তিলাওয়াতের উদ্দেশ্যে আসেনি, বরং কুরআনের নির্দেশ অনুযায়ী আমল করাই হলো মুখ্য উদ্দেশ্য। এ জন্য উলামায়ে কেরাম বলেন, সমগ্র কুরআনের অর্থ ও ব্যাখ্যা জানা ফরজে কেফায়া। তাই সাধ্যমত কুরআন মাজিদের অর্থ জানা আমাদের কর্তব্য। অন্যথায় কুরআন মাজিদ অনুযায়ী জিন্দেগি গড়ার স্বপ্ন হবে সুদূর পরাহত। কুরআন মাজিদ অর্থসহ বুঝা এবং তা নিয়ে চিন্তা ও গবেষণার তাগিদ রয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন-

أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبِهِمْ أَقْفَالًا.

“তারা কি কুরআন মাজিদ নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করতে পারে না। নাকি তাদের অন্তর তালাবদ্ধ করা হয়েছে।” (সূরা মুহাম্মাদ, ২৪) অন্য আয়াতে বলা হয়েছে-

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَكِّرٍ

“আর আমি কুরআনকে সহজ করে দিয়েছি। আছে কি কোন উপদেশ গ্রহণকারী?” (সূরা আল ক্বামার, ১৭) বস্তুত কুরআন মাজিদ থেকে উপদেশ ও শিক্ষা গ্রহণ করতে হলে তার অর্থ শেখা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। হযরত আয়েশা (رضي الله عنها) থেকে বর্ণিত, রাসূল (ﷺ) বলেন-

أَلْمَاهِرُ بِالْقُرْآنِ مَعَ السَّفَرَةِ الْكِرَامِ الْبَرَّةِ

কুরআন পাঠে অভিজ্ঞ ব্যক্তির হাশর হবে অহি লেখক সম্মানিত ও পূণ্যবান ফেরেশতাদের সাথে।

(মুসলিম : ১৭৪৭)

হজরত উসমান (رضي الله عنه) থেকে বর্ণিত, মহানবি (صلى الله عليه وسلم) বলেন- حَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْفُرْقَانَ “তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ঐ ব্যক্তি যে নিজে কুরআন শিক্ষা করে এবং অপরকে শিক্ষা দেয়।” (বুখারি, ৫০২৭)

বলাবাহুল্য, কুরআন শিক্ষা শুধু তিলাওয়াত শিক্ষাকেই বুঝায় না বরং অর্থ শেখা ও ব্যাখ্যা শেখাও এর মধ্যে शामिल। তাই, কুরআন অনুযায়ী জীবন গড়ার উদ্দেশ্যে কুরআনের অর্থ শেখা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

২য় পাঠ

সূরা তুল ফাতিহা (০১), মক্কায় অবতীর্ণ

রুকু: ০১, আয়াত সংখ্যা : ০৭

শাব্দিক অর্থ

শব্দ	অর্থ	শব্দ	অর্থ
بِسْمِ	নামে	اللَّهِ	আল্লাহর
الرَّحْمَنِ	পরম করুণাময়	الرَّحِيمِ	অসীম দয়ালু
الْحَمْدُ	সমস্ত প্রশংসা	لِلَّهِ	আল্লাহর জন্য
رَبِّ	প্রতিপালক	الْعَالَمِينَ	জগতসমূহের
الرَّحْمَنِ	পরম করুণাময়	الرَّحِيمِ	অসীম দয়ালু
مَلِكِ	মালিক	يَوْمِ	দিবস
الدِّينِ	প্রতিফল, বিচার	إِيَّاكَ	তোমারই
نَعْبُدُ	আমরা ইবাদত করি	وَإِيَّاكَ	এবং তোমারই (নিকট)
نَسْتَعِينُ	আমরা সাহায্য চাই	إِهْدِ	দেখাও
نَا	আমাদেরকে	الصِّرَاطَ	পথ
الْمُسْتَقِيمَ	সহজ-সরল	صِرَاطَ	পথ
الَّذِينَ	যাদেরকে, যারা	أَنْعَمْتَ	তুমি অনুগ্রহ করেছ

عَلَيْهِمْ	যাদের উপর	غَيْرِ	নয়, ব্যতীত
الْبَغْضُوبِ	অভিশপ্ত	عَلَيْهِمْ	যাদের উপর
وَلَا	এবং নয়	الضَّالِّينَ	পথভ্রষ্ট

সরল বাংলা অনুবাদ

অনুবাদ	আয়াত
দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে।	بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
সকল প্রশংসা জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহরই।	الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١﴾
যিনি দয়াময়, পরম দয়ালু।	الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿٢﴾
কর্মফল দিবসের মালিক।	مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ ﴿٣﴾
আমরা শুধু তোমারই ইবাদত করি, শুধু তোমারই সাহায্য প্রার্থনা করি।	إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴿٤﴾
আমাদেরকে সরল পথ প্রদর্শন কর।	اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ﴿٥﴾
তাদের পথ, যাদেরকে তুমি অনুগ্রহ দান করেছ,	صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ﴿٦﴾
তাদের পথ নয় যারা ক্রোধে নিপতিত ও পথভ্রষ্ট।	غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ﴿٧﴾

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

সূরাতুল ফাতিহা মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে। সূরাটিতে ১টি রুকু ও ৭টি আয়াত রয়েছে। আরবিতে ফাতিহা (فَاتِحَة) শব্দের অর্থ হলো- সূচনাকারী, উন্মোচনকারী। যেহেতু এ সূরা দ্বারা পবিত্র কুরআন শুরু করা হয়েছে, এজন্য এ সূরাকে ফাতিহা তথা সূচনাকারী হিসেবে নামকরণ করা হয়েছে। এ সূরার আরো অনেক নাম রয়েছে। যেমন- সূরাতুল হামদ, উম্মুল কুরআন, উম্মুল কিতাব, সাবউল মাসানি ইত্যাদি। এ সূরার সাতটি আয়াতের প্রথম তিনটিতে

আল্লাহ তাআলার প্রশংসা, পরের চারটি আয়াতে আল্লাহর নিকট বান্দার প্রার্থনা তুলে ধরা হয়েছে। সূরাটির গুরুত্ব ও তাৎপর্য অপরিসীম। নামাজে এ সূরা তিলাওয়াত না করলে নামাজ হয় না। হাদিসে এসেছে- **لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَفْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ** অর্থাৎ, যে সূরাতুল ফাতিহা পড়ে না, তার নামাজ হয় না। তবে ইমামের পিছনে থাকলে মুক্তাদিকে এ সূরা তিলাওয়াত করতে হবে না। কেননা, ইমামের তিলাওয়াতই মুক্তাদির জন্য যথেষ্ট। সূরাতুল ফাতিহা দ্বারা রাসুল (ﷺ) এবং সাহাবায়ে কেলাম ঝাড়-ফুক করতেন। এজন্য সূরাতুল ফাতিহাকে সূরাতুশ শিফা বা রোগ-মুক্তির সূরা বলা হয়। যেমন: হাদিসে আছে-

فِي فَاتِحَةِ الْكِتَابِ شِفَاءٌ مِّنْ كُلِّ دَاءٍ (شعب الایمان)

“সূরাতুল ফাতিহায় প্রত্যেক রোগের আরোগ্য রয়েছে।”

৩য় পাঠ

সূরাতুল ইখলাস (১১২), মক্কায় অবতীর্ণ

রুকু: ০১, আয়াত সংখ্যা : ০৪

শাব্দিক অর্থ

শব্দ	অর্থ	শব্দ	অর্থ
قُلْ	বলুন	هُوَ	তিনি
اللَّهُ	আল্লাহ	أَحَدٌ	এক
اللَّهُ	আল্লাহ	الصَّمَدُ	অমুখাপেক্ষী
لَمْ يَلِدْ	তিনি জন্ম দেননি	وَلَمْ يُولَدْ	তাকে কেউ জন্ম দেয় নি
وَلَمْ يَكُنْ	হয় না	لَهُ	তার জন্য
كُفُوًا	সমকক্ষ	أَحَدٌ	কেউ

সরল বাংলা অনুবাদ

অনুবাদ	আয়াত
দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে।	بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

বলুন, তিনিই আল্লাহ, এক-অদ্বিতীয়।	قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ [ع]
আল্লাহ কারো মুখাপেক্ষী নন, সকলেই তার মুখাপেক্ষী।	اللَّهُ الصَّمَدُ [ع]
তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং তাকেও জন্ম দেওয়া হয়নি।	لَمْ يَلِدْ [ه] وَلَمْ يُولَدْ [و]
এবং তার সমতুল্য কেউই নেই।	وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ [ع]

সূরাতুল ইখলাস সম্পর্কিত প্রাসঙ্গিক আলোচনা :

এ সূরাটি মক্কা শরিফে অবতীর্ণ হয়। সূরাটিতে একটি রুকু এবং চারটি আয়াত আছে। ইখলাস (إِخْلَاص) অর্থ খাঁটি বা নির্ভেজাল। এ সূরাতে নির্ভেজাল তাওহীদের কথা বলা হয়েছে। এ জন্য সূরাটির নাম এরূপ হয়েছে।

জৈনিক মুশরিক রাসুলুল্লাহ (ﷺ) কে আল্লাহ তাআলার বংশ পরিচয় সম্পর্কে প্রশ্ন করে। এ প্রশ্নের উত্তরে সূরাটি নাজিল হয় এবং বলে দেয়া হয় যে, আল্লাহ তাআলা এক। তিনি কারো উপর নির্ভর করেন না। তিনি কারো পিতা বা সন্তান নন। অতএব, তার বংশ পরিচয় সম্পর্কে প্রশ্ন অবান্তর। তার সমকক্ষ বা সমতুল্য কোনো কিছু নেই। এ সূরা তিলাওয়াত করলে গোটা কুরআন মাজিদ তিলাওয়াতের তিন ভাগের এক ভাগ সাওয়াব পাওয়া যায়।

৪র্থ পাঠ

সূরাতুল ফালাক (১১৩), মদিনায় অবতীর্ণ

রুকু: ০১, আয়াত সংখ্যা : ০৫

শাব্দিক অর্থ

শব্দ	অর্থ	শব্দ	অর্থ
قُلْ	বলুন	أَعُوذُ	আমি আশ্রয় চাই
بِرَبِّ	প্রতিপালকের নিকট	الْفَلَكِ	উষার, ভোরের
مِنْ	হতে	شَرِّ	অনিষ্ট
مَا	যা	خَلَقَ	তিনি সৃষ্টি করেছেন

وَمِنْ	আর হতে	شَرِّ	অনিষ্ট
غَاسِقٍ	গাঢ় অন্ধকার	إِذَا	যখন
وَقَبٍ	ঘনিভূত হয়	وَمِنْ	আর হতে
شَرِّ	অনিষ্ট	النَّفْثَاتِ	ফুৎকারকারিণী
فِي	মধ্যে	العُقَدِ	গিঁট
وَمِنْ	আর হতে	شَرِّ	অনিষ্ট
حَاسِدٍ	হিংসুকের	إِذَا	যখন
حَسَدًا	সে হিংসা করে		

সরল বাংলা অনুবাদ

অনুবাদ	আয়াত
দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে।	بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
বলুন, আমি আশ্রয় চাচ্ছি উষার প্রতিপালকের,	قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ﴿١﴾
তিনি যা সৃষ্টি করেছেন তার অনিষ্ট থেকে,	مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ﴿٢﴾
অনিষ্ট হতে রাতের অন্ধকারের, যখন তা গভীর হয়	وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ ﴿٣﴾
এবং অনিষ্ট থেকে সমস্ত নারীদের, যারা গিঁটে ফুৎকার দেয়,	وَمِنْ شَرِّ النَّفْثَاتِ فِي الْعُقَدِ ﴿٤﴾
এবং অনিষ্ট থেকে হিংসুকের, যখন সে হিংসা করে।	وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ﴿٥﴾

৫ম পাঠ

সূরাতুন নাস (১১৪), মদিনায় অবতীর্ণ

রুকু: ০১, আয়াত সংখ্যা : ০৬

শাব্দিক অর্থ

শব্দ	অর্থ	শব্দ	অর্থ
قُلْ	বলুন	أَعُوذُ	আমি আশ্রয় চাই
بِرَبِّ	প্রভুর নিকট	النَّاسِ	মানুষের
مَلِكِ	মালিক	النَّاسِ	মানুষের
إِلَهٍ	উপাস্য/ মাবুদ	النَّاسِ	মানুষের
مِنْ	হতে	شَرِّ	অনিষ্ট
الْوَسْوَاسِ	কুমন্ত্রণাদাতা	الْخَنَّاسِ	আত্মগোপনকারী
الَّذِي	যে	يُوسِسُ	কুমন্ত্রণা দেয়
فِي	মধ্যে	صُدُورِ	অন্তর
النَّاسِ	মানুষের	مِنْ	হতে
الْجِنَّةِ	জিন	وَالنَّاسِ	আর মানুষ

সরল বাংলা অনুবাদ

অনুবাদ	আয়াত
দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে।	بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
বলুন, আমি আশ্রয় চাচ্ছি মানুষের প্রতিপালকের,	قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ^[১]
মানুষের অধিপতির,	مَلِكِ النَّاسِ ^[২]
মানুষের ইলাহের নিকট।	إِلَهِ النَّاسِ ^[৩]
আত্মগোপনকারী কুমন্ত্রণাদাতার অনিষ্ট থেকে,	مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ ^[৪] ^[৫]
যে কুমন্ত্রণা দেয় মানুষের অন্তরে,	الَّذِي يُوسُوسُ فِيْ صُدُوْرِ النَّاسِ ^[৬]
জিনের মধ্য থেকে এবং মানুষের মধ্য থেকে।	مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ^[৬]

সূরাতুল ফালাক ও সূরাতুন নাস নাজিল হওয়ার ঘটনা

বনু জুরাইফ গোত্রের লাবিদ বিন আসিম একবার রাসুলুল্লাহ (ﷺ) কে জাদু করে। সে রাসুলুল্লাহ (ﷺ) এর ব্যবহৃত চিরুনি গোপনে সংগ্রহ করে। তাতে তাঁর চুল পঁচিয়ে খেজুরের থোকে গিলাফের আবরণ দিয়ে যারওয়ান নামক কূপের তলায় ফেলে রাখে। ফলে রাসুলুল্লাহ (ﷺ) পীড়ায় আক্রান্ত হন। অহির মাধ্যমে বিষয়টি জানতে পেরে তিনি লোক দিয়ে কূপ থেকে জাদুর গিরা দেওয়া তাবিজটি তুলে আনান। ঐ তাবিজে ১১টি গিঁট ছিল। সূরাতুল ফালাক ও সূরাতুন নাসে ১১টি আয়াত আছে। তিনি এক একটি আয়াত পড়ে ফুঁ দিলেন আর এক একটি গিঁট খুলে গেল। সকল গিঁট খুলে গেলে তিনি সুস্থ হলেন। সকল প্রকার অনিষ্ট থেকে আল্লাহ তাআলার কাছে আশ্রয় প্রার্থনার জন্য এ সূরাদ্বয় সর্বোৎকৃষ্ট।

অনুশীলনী

১. এককথায়/একবাক্যে উত্তর দাও :

- ক. কুরআন মাজিদের অর্থ জানার হুকুম কী ?
- খ. সর্বোত্তম ব্যক্তি কে ?
- গ. কুরআন মাজিদ শিক্ষা বলতে কী বুঝায় ?
- ঘ. সূরাতুল ফাতিহা কোথায় নাজিল হয়েছে ?
- ঙ. সূরাতুল ফাতিহার আয়াত সংখ্যা কত ?
- চ. কোন সূরা না পড়লে নামাজ হয় না ?
- ছ. সূরাতুল ইখলাসে কিসের কথা বলা হয়েছে ?
- জ. সূরাতুল ইখলাস তেলাওয়াত করলে কত সাওয়াব হয় ?
- ঝ. কে রাসুল সা. কে জাদু করেছিল ?
- ঞ. জাদুর তাবিজে কয়টি গিঁট ছিল ?

২. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

- ক. সূরাতুল ফাতিহার নামকরণের তাৎপর্য লেখ।
- খ. সূরাতুল ফাতিহার গুরুত্ব আলোচনা কর।
- গ. সূরাতুল ফাতিহার অনুবাদ লেখ।
- ঘ. সূরাতুল ইখলাস কেন নাজিল হয়?
- ঙ. সূরাতুল ইখলাসের তাৎপর্য লেখ।
- চ. সূরাতুল ইখলাসের অনুবাদ লেখ।
- ছ. সূরাতুল ফালাক ও সূরাতুল নাস কী উপলক্ষে নাজিল হয় ?
- জ. সূরাতুল ফালাকের অনুবাদ লেখ।
- ঝ. সূরাতুল নাসের অনুবাদ লেখ।

৪র্থ অধ্যায়

তাজভিদ

শিক্ষক নির্দেশিকা

শিক্ষক মহোদয় তাজভিদের নিয়ম বা কায়দাগুলো পড়ানোর পাশাপাশি শিক্ষার্থীরা কায়দাগুলো প্রয়োগ করে শুদ্ধ উচ্চারণ করতে পারে কি না সেদিকে লক্ষ্য রাখবেন এবং বোর্ডে বেশি বেশি উদাহরণ দিয়ে বিষয়টি বুঝিয়ে দিবেন।

১ম পাঠ

ইলমে তাজভিদের গুরুত্ব ও ফজিলত

তাজভিদের পরিচয়: تجويد শব্দটি جُودُ মূল ধাতু থেকে গঠিত। যার শাব্দিক অর্থ সুন্দর করা। যে নিয়ম-কানুন মেনে কুরআন তিলাওয়াত করলে তিলাওয়াত সুন্দর ও শুদ্ধ হয় তাকে ইলমে তাজভিদ বলে। তাজভিদ অনুযায়ী কুরআন তিলাওয়াত করা সকল আলিমের ঐকমত্যে ফরজ।

ইলমে তাজভিদের গুরুত্ব : মহত্বহু আলকুরআন আল্লাহ তাআলার চিরন্তন বাণী। এতে মানুষের ইহকালীন ও পরকালীন জীবনের সার্বিক দিক নির্দেশনা রয়েছে। নিয়মিত বিশুদ্ধ উচ্চারণে কুরআন মাজিদ পাঠ করা সকল মুসলিমের একান্ত কর্তব্য। অশুদ্ধভাবে কুরআন মাজিদ তিলাওয়াত করা বৈধ নয়। কারণ তাতে উচ্চারণ ও অর্থের পরিবর্তন হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। বিশিষ্ট তাবেয়ি মায়মুন ইবনে মেহরান (রহ) বলেন—

رُبَّ تَالٍ لِلْقُرْآنِ وَالْقُرْآنُ يَلْعَنُهُ

অর্থ: কুরআনের অনেক পাঠক আছ, কুরআন তাদের অভিশাপ দেয়। কুরআন মাজিদ সহিহভাবে তিলাওয়াত করার জন্য আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনের একাধিক স্থানে নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেন—(سورة المزمل) وَرَبِّ الْقُرْآنِ تَرْبِيلاً

আপনি তারতিল সহকারে কুরআন তিলাওয়াত করুন। তারতিল অর্থ হলো- সহিহভাবে ধীরে ধীরে কুরআন মাজিদ পাঠ করা। শুদ্ধরূপে কুরআন তিলাওয়াতের জন্য ইলমে তাজভিদ (علم التجويد) শিক্ষা করা সকলের দায়িত্ব ও কর্তব্য।

তাই আমাদের আরবি হরফের মাখরাজ, সিফাত, নুন সাকিন ও তানভিনের আহকাম ইত্যাদি নিয়ম-কানুন জানা দরকার। যাতে হরফের সঠিক উচ্চারণ করে সহিহভাবে কুরআন তেলাওয়াত করা যায়।

২য় পাঠ

মাখরাজের বিবরণ

মাখরাজ (مخرج) শব্দটি আরবি। মাখরাজের শাব্দিক অর্থ হলো- বের হওয়ার স্থান, নির্গমনস্থল। ইলমে তাজভিদের পরিভাষায়- আরবি হরফসমূহের উচ্চারণ স্থানকে মাখরাজ বলা হয়। অর্থাৎ, যে সব স্থান থেকে আরবি ২৯টি ধ্বনি বা বর্ণ উচ্চারিত হয় ঐসব স্থানকে মাখরাজ বলা হয়।

আরবি মোট ২৯টি হরফ মোট ১৭টি মাখরাজ থেকে উচ্চারিত হয়। কোনো মাখরাজ হতে একটি হরফ, কোনো মাখরাজ হতে দুটি হরফ, আবার কোনো মাখরাজ হতে তিনটি হরফ উচ্চারিত হয়। মাখরাজ জানার পদ্ধতি হলো, যে হরফের মাখরাজ জানা দরকার, সে হরফের পূর্বে একটি হরকতওয়ালা হামযা (أ) এনে উক্ত হরফে জযম (◌/◌) দিয়ে উচ্চারণ করতে হয়। হরফের উচ্চারণ যে স্থানে গিয়ে বন্ধ হয়ে যাবে, ঐ স্থানই উক্ত হরফের মাখরাজ বলে পরিগণিত হবে। যেমন: أَمْرٌ - أَلٌ - أَلٌ - أَطٌ - أَثٌ

নিম্নে আরবি হরফসমূহের মাখরাজগুলো বর্ণনা করা হলো-

১ নম্বর মাখরাজ- হালক তথা কণ্ঠনালীর শুরু হতে ৪-ء উচ্চারিত হয়। যেমন: ءَ ٱ

২ নম্বর মাখরাজ- হালক তথা কণ্ঠনালীর মাঝখান হতে ৬-ح উচ্চারিত হয়। যেমন: ٱ ح

৩ নম্বর মাখরাজ- হালক তথা কণ্ঠনালীর শেষভাগ হতে ৬-خ উচ্চারিত হয়। যেমন: ٱ خ

৪ নম্বর মাখরাজ- জিহ্বার গোড়া ও তার বরাবর তালুর সঙ্গে লেগে ٣ উচ্চারিত হয়। যেমন: ٱ ٣

৫ নম্বর মাখরাজ- জিহ্বার গোড়া হতে একটু আগে বাড়িয়ে তার বরাবর উপরের তালুর সঙ্গে লেগে ٤ উচ্চারিত হয়। যেমন- ٱ ٤

৬ নম্বর মাখরাজ- জিহ্বার মাঝখান তার বরাবর উপরের তালুর সঙ্গে লেগে ش ي ج

উচ্চারিত হয়। যেমন- ٱ ش - ٱ ي - ٱ ج

- ৭ নম্বর মাখরাজ- জিহ্বার গোড়ার কিনারা উপরের মাড়ির দাঁতের সাথে লেগে ض উচ্চারিত হয়। যেমন- أَضْ
- ৮ নম্বর মাখরাজ- জিহ্বার আগার কিনারা সামনের উপরের দাঁতের মাড়ির সাথে লেগে ل উচ্চারিত হয়। যেমন- أَلْ
- ৯ নম্বর মাখরাজ- জিহ্বার আগা সেই বরাবর উপরের তালুর সাথে লেগে ن উচ্চারিত হয়। যেমন- أُنْ
- ১০ নম্বর মাখরাজ- জিহ্বার মাথার উল্টো দিক সেই বরাবর উপরের তালুর সাথে লেগে, উচ্চারিত হয়। যেমন- أُرْ
- ১১ নম্বর মাখরাজ- জিহ্বার আগা সামনের উপরের দুই দাঁতের গোড়ায় লেগে ط د ت উচ্চারিত হয়। যেমন- أَطْ - أَدْ - أَتْ
- ১২ নম্বর মাখরাজ- জিহ্বার আগা সামনের নিচের দুই দাঁতের পেট ও আগার সাথে লেগে ز. س. ص উচ্চারিত হয়। যেমন- أَزْ أَسْ أَصْ
- ১৩ নম্বর মাখরাজ- জিহ্বার আগা সামনের উপরের দুই দাঁতের আগার সাথে লেগে ث. ذ. ظ উচ্চারিত হয়। যেমন- أَثْ أَذْ أَظْ
- ১৪ নম্বর মাখরাজ- নিচের ঠোঁটের পেট, সামনের উপরের দুই দাঁতের আগার সাথে লেগে ف উচ্চারিত হয়। যেমন- أَفْ
- ১৫ নম্বর মাখরাজ- দুই ঠোঁটের মাঝখান হতে و ب م উচ্চারিত হয়। যেমন- أَوْ أَمُّ أَبْ
- ১৬ নম্বর মাখরাজ- মুখের খালি জায়গা হতে মাদ্দের তিনটি হরফ و ی ا উচ্চারিত হয়। যেমন- أَحَا حُو حِي
- ১৭ নম্বর মাখরাজ- নাকের বাঁশি হতে গুলাহ উচ্চারিত হয়। যেমন- إِنَّ لَنَا نُمَّ

৩য় পাঠ মাদ্দের বিবরণ

মাদ্দ (مَدٌّ) আরবি শব্দ। এ শব্দের শাব্দিক অর্থ হলো-দীর্ঘ করা, লম্বা করা। তাজভিদের পরিভাষায়- মাদ্দ হলো কুরআন মাজিদের অক্ষরগুলোকে বিশেষ শর্ত সাপেক্ষে দীর্ঘস্বরে উচ্চারণ করে পাঠ করা।

মাদ্দের হরফ তিনটি। যথা-

১. আলিফ (ا) : যখন খালি থাকে অর্থাৎ হরকতমুক্ত থাকে এবং তার ডানের অক্ষরে যবর থাকে। যেমন: قَالٍ
২. ওয়াও (و) : যখন সাকিন থাকে এবং তার ডানের অক্ষরে পেশ থাকে। যেমন: قَالُوا
৩. ইয়া (ي) : যখন সাকিন থাকে এবং তার ডানের অক্ষরে যের থাকে। যেমন: قِيْلٍ

মাদ্দের পরিমাণ

মাদ্দ ১ থেকে ৪ আলিফ পর্যন্ত দীর্ঘ করা যায়। ২টি হরকত একসাথে উচ্চারণ করতে যে পরিমাণ সময় লাগে তাকে ১ আলিফ বলা হয়। যেমন- َ + َ বলতে যে সময় প্রয়োজন হয় তাই হলো এক আলিফ পরিমাণ সময় অথবা হাতের একটি আঙ্গুল সোজা অবস্থা থেকে মধ্যম গতিতে বন্ধ করতে যে সময়ের প্রয়োজন হয় তাকে এক আলিফ, এমনিভাবে দুইবার বন্ধ করতে যে সময়ের প্রয়োজন হয় তাকে দু আলিফ বলা হয়। এভাবে তিন ও চার আলিফের পরিমাণ নির্ধারণ করা যায়।

মাদ্দ অনেক প্রকার। এখানে শুধু পাঁচ প্রকার মাদ্দ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো। বাকি প্রকারগুলো পরবর্তী শ্রেণিতে আলোচনা করা হবে।

১. মাদ্দে আসলি (مد أصلي): যবরযুক্ত অক্ষরের পর খালি আলিফ, পেশযুক্ত অক্ষরের পর সাকিনযুক্ত ওয়াও এবং যেরযুক্ত অক্ষরের পর সাকিনযুক্ত ইয়া হলে তাকে মাদ্দে আসলি বলা হয়। এরূপ মাদ্দকে এক আলিফ টেনে পড়তে হয়। এছাড়াও কোনো হরফে খাড়া যবর, খাড়া যের ও উল্টা পেশ হলে এক আলিফ পরিমাণ টেনে পড়তে হয়। মাদ্দে আসলিকে মাদ্দে তবায়ি বা মাদ্দে জাতিও বলা হয়।

যেমন - ذَلِكْ - بِهِ - لَهُ - بُوِي - بَا -

২. **মাদ্দে মুত্তাসিল (مد متصل):** মাদ্দের হরফের পরে একই শব্দে হামজা হলে তাকে মাদ্দে মুত্তাসিল বলে। ইহা চার আলিফ পরিমাণ টেনে পড়তে হয়। যেমন- **أُولَئِكَ**
৩. **মাদ্দে মুনফাসিল (مد منفصل):** মাদ্দের হরফের পরে পরবর্তী শব্দের প্রথমে হামজা হলে তাকে মাদ্দে মুনফাসিল বলে। মাদ্দে মুনফাসিল তিন আলিফ পরিমাণ টেনে পড়তে হয়। যেমন- **وَمَا أَدْرَاكَ . كَمَا أَمَنَ . فِي إِذْنِهِمْ**
৪. **মাদ্দে আরেজি (مد عارضی):** মাদ্দের হরফের বামের হরফে ওয়াকফ করলে তাকে মাদ্দে আরেজি বলে। এমতাবস্থায় মাদ্দের হরফের ডান দিকের হরফতকে তিন আলিফ টেনে পড়তে হয়। যেমন- **خُلِدُونَ - أَعَدَّتْ لِلْكَافِرِينَ**
৫. **মাদ্দে লিন (مد لين):** লিনের হরফের বামের হরফে ওয়াকফ করলে তাকে মাদ্দে লিন বলে। লিনের হরফের ডান দিকের হরফতকে এক আলিফ পরিমাণ টেনে পড়তে হয়। (ওয়াও বা ইয়া সাকিন হয়ে পূর্বে যবর হলে তাকে হরফে লিন বলে।) যেমন- **وَالصَّيْفِ . مِنْ خَوْفٍ**

৪র্থ পাঠ

নুন সাকিন ও তানভিনের বিবরণ

নুন হরফের উপর সাকিন হলে তাকে নুন সাকিন (نُونٌ سَاكِنَةٌ) বলে, আর দুই যবর, দুই যের ও দুই পেশকে তানভিন (تَنْوِينٌ) বলে।

নুন সাকিন (نُونٌ) কে তার পূর্বের হরফের সাথে মিলিয়ে একত্রে উচ্চারণ করতে হয়। নুন সাকিন কখনো পৃথকভাবে একাকি উচ্চারিত হতে পারে না। যেমন: নুন সাকিন ۞ এর সাথে মিলে বান (بَيْنٌ) হয়েছে।

অনুরূপ তানভিনকে কোনো হরফের সাথে যুক্ত না করে উচ্চারণ করা যায় না। তানভিনকে সর্বদা কোনো হরফের সাথে যুক্ত করে উচ্চারণ করতে হয়, এ অবস্থায় তানভিনে একটি গুণ্ট নুন উচ্চারিত হয়। যেমন- **بَاءٌ ۞**

উক্ত তিনটি উদাহরণে একটি নুন গুণ্ড রয়েছে। যার প্রকৃত রূপ হলো **بُنُّ بُنُّ بُنُّ**
নুন সাকিন ও তানভিন চার নিয়মে পাঠ করা হয়। যথা—

- | | |
|---------------------|---------------------|
| ১. ইযহার (إِظْهَار) | ২. ইকলাব (إِقْلَاب) |
| ৩. ইদগাম (إِدْغَام) | ৪. ইখফা (إِخْفَاء) |

নিম্নে নুন সাকিন ও তানভিনের প্রকারগুলো আলোচনা করা হলো।

১. ইযহার (إِظْهَار)

ইযহারের শাব্দিক অর্থ- স্পষ্ট করে পাঠ করা। পারিভাষায়, নুন সাকিন ও তানভিনের পরে হ্রস্বে হলকি তথা **ع ح خ ع غ** এ ছয়টি হরফের কোনো একটি হরফ আসলে নুন সাকিন ও তানভিনকে গুলাহ ছাড়া খুব স্পষ্ট করে উচ্চারণ করাকে ইযহার বলা হয়।

যেমন: **مِنْ عَلِيٍّ - لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ**

উল্লেখ্য যে, নুন সাকিন ও তানভিনের মাঝে কিছুটা পার্থক্য রয়েছে। নুন সাকিন ওয়াকফ ও ওয়াসল (মিলিত) উভয় অবস্থায় উচ্চারিত হয়। আর তানভিন কখনো ওয়াকফ অবস্থায় উচ্চারিত হয় না; বরং তা এ অবস্থায় সাকিন হয়ে যায়।

২. ইকলাব (إِقْلَاب)

ইকলাবের অর্থ - পরিবর্তন করা। নুন সাকিন ও তানভিনের পরে বা (ب) হরফ আসলে নুন সাকিন ও তানভিনকে মিম (م) দ্বারা পরিবর্তন করে উচ্চারণ করাকে ইকলাব বলা হয়। এ অবস্থায় নুন সাকিন ও তানভিনকে এক আলিফ পরিমাণ দীর্ঘ গুলাহ করে পাঠ করতে হয়। যেমন—

مِنْ بُعِضِ كِرَامٍ بَرَرَّةٍ

৩. ইদগাম (إِدْغَام)

ইদগামের অর্থ- মিলিত করা। কোনো শব্দের শেষ ভাগে নুন সাকিন বা তানভিন আসলে এবং তার পরবর্তী শব্দের প্রথম হরফটি **ي - ر - م - ل - و - ن** তথা **يِرْمَلُونَ** তথা **ي - ر - م - ل - و - ن** এ ছয়টি হরফের কোনো একটি হরফ হলে উক্ত নুন সাকিন ও তানভিনকে পরবর্তী হরফের সাথে মিলিয়ে

পাঠ করাকে ইদগাম বলে। যেমন: **مِنْ رَبِّهِمْ - عَذَابٌ مُّهِينٌ**

ইদগাম দুই প্রকার। যথা—

ক. ইদগাম বিল গুন্নাহ (إِدْغَامٌ بِالْغُنَّةِ): নুন সাকিন ও তানভিনের পর ইদগামের চারটি

হরফ তথা ن م و ي এর কোনো একটি হরফ আসলে গুন্নাহসহ মিলিয়ে পড়াকে ইদগাম

বিল গুন্নাহ বলে। যেমন— مَن يُؤْمِنُ—بَشِيرًا وَنَذِيرًا—

খ. ইদগাম বিলা গুন্নাহ (إِدْغَامٌ بِلاَغُنَّةٍ): নুন সাকিন ও তানভিনের পর ইদগামের দুটি

হরফ তথা ل ر এর কোনো একটি হরফ আসলে গুন্নাহ ছাড়া মিলিয়ে পড়াকে ইদগাম

বিলা গুন্নাহ বলা হয়।

যেমন: مِّن رَّحْمَةٍ—نَذِيرًا لَهُمْ:

8. ইখফা (إِخْفَاءٌ)

ইখফা অর্থ— গোপন করা। নুন সাকিন ও তানভিনের পরে ইখফার নির্দিষ্ট কোনো হরফ আসলে উক্ত নুন সাকিন ও তানভিনকে গুন্নাহর সাথে গোপন করে পাঠ করতে হয়, একে ইখফা বলা হয়। ইখফার হরফ ১৫টি। যথা:

ت ث ج د ذ ز س ش ص ض ط ظ ف ق ك

যেমন: كُنْتُ تُرَابًا— مَن كَسَبَ— كَيْمًا قَلِيلًا—

মেম পাঠ

মিম সাকিনের বিবরণ

মিম (م) হরফের উপর জযম বা সাকিন হলে তাকে মিম সাকিন (مِيمٌ سَاكِنَةٌ) বলে। এরূপ

মিম সাকিন তিন নিয়মে পাঠ করতে হয়। অর্থাৎ, মিম সাকিন উচ্চারণ করার নিয়ম তিন প্রকার। যথা—

১. ইযহার (إِظْهَارٌ)

২. ইদগাম (إِدْغَامٌ)

৩. ইখফা (إِخْفَاءٌ)

নিম্নে মিম সাকিন পঠনপদ্ধতির প্রকারগুলো আলোচনা করা হলো-

১. **ইযহার (إِظْهَار)**: মিম সাকিনের পরে বা (ب) এবং মিম (م) ব্যতীত বাকি হরফ সমূহের কোনো একটি হরফ আসলে উক্ত মিম সাকিনকে স্পষ্ট করে পাঠ করাকে ইযহার বলা হয়।

যেমন: **أَلَمْ تَعْلَمُ - عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ**

২. **ইদগাম (إِدْغَام)**: মিম সাকিনের পরে অন্য একটি হরকতযুক্ত মিম (م) আসলে উক্ত মিম সাকিনকে পরবর্তী মিমের সাথে মিলিয়ে গুন্নাহ সহকারে পাঠ করাকে ইদগাম বলা হয়।

যেমন: **عَلَيْهِمْ مُّؤَصَّدَةٌ**

৩. **ইখফা (إِخْفَاء)**: মিম সাকিনের পরে বা (ب) হরফ আসলে ঐ মিম সাকিনকে গুন্নাহ সহকারে উচ্চারণ করাকে ইখফা বলা হয়। এরূপ মিম উচ্চারণকালে দুই ঠোঁট মিলিত হয়ে কিঞ্চিৎ গুন্নাহ লোপ পায় এবং এরূপ মিমকে এক আলিফ হতে দেড় আলিফ পরিমাণ দীর্ঘ করে পড়তে হয়। একে ইখফায়ে শাফাভি বলা হয়। যেমন: **مَا لَهُمْ بِذَلِكَ - عَلَيْهِمْ بِسُلْطَانٍ**

৬ষ্ঠ পাঠ

ওয়াজিব গুন্নাহ

ওয়াজিব গুন্নাহ

হরকতের বামে অবস্থিত নুন ও মিম অক্ষরে তাশদিদ যুক্ত হলে উক্ত নুন ও মিম কে গুন্নাহ করে পড়তে হয়। একে ওয়াজিব গুন্নাহ বলা হয়।

ওয়াজিব গুন্নাহ এক আলিফ পরিমাণ দীর্ঘ হয়। ওয়াজিব গুন্নাহ যথানিয়মে আদায় করা অত্যাবশ্যিক। ওয়াজিব গুন্নাহ এক আলিফ পরিমাণ দীর্ঘ করা না হলে তিলাওয়াত সহিহ হবে না। ইচ্ছাকৃত ওয়াজিব গুন্নাহ পরিহার করা উচিত নয়।

উদাহরণ-

فَلَمَّا أَحَسَّ - ثُمَّ - كُنَّا

৭ম পাঠ

রা (ر) হরফ পড়ার বিবরণ

রা (ر) অক্ষরকে দুই নিয়মে পড়তে হয়। যথা- পোর ও বারিক। নিম্নে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

ক) রা (ر) হরফ পাঁচ অবস্থায় পোর তথা মোটা করে পড়তে হয়।

(১) ر হরফে পেশ বা যবর থাকলে। যেমন- رُبَيَّا - الرَّحِيمُ

(২) ر হরফ সাকিন অবস্থায় তার পূর্বের হরফে যবর বা পেশ হলে। যেমন- رُزْمٌ - بَرْدًا

(৩) ر হরফ সাকিন অবস্থায় তার পূর্বের হরফে আরেজিযের হলে। আরেজিযের মূলত যের নয়, বরং সাকিন হরফকে মিলিয়ে পড়ার জন্য আসে। যেমন- اِلَاسِنِ ارْتَضَى

(৪) ر হরফ সাকিন অবস্থায় তার পূর্বের হরফে যের ও পরের হরফ হরফে মুস্তালিয়ার কোন একটি হলে। হরফে মুস্তালিয়া সাতটি। যথা- خ ص ض غ ط ظ ق
যেমন - مِرْصَادٌ قِرْطَاسٌ

(৫) ওয়াকফের দরুণ 'ر' হরফ সাকিন অবস্থায় তার পূর্বে ي ছাড়া অন্য হরফ সাকিন বিশিষ্ট হলে এবং সাকিন বিশিষ্ট হরফের ডান দিকের হরফে যবর বা পেশ থাকলে। যেমন- لَفِي حُسْرٍ - مِنْ كَلِّ امْرِئٍ

খ) রা (ر) হরফ চার অবস্থায় বারিক তথা পাতলা করে পড়তে হয়। যথা-

(১) ر হরফে যের হলে। যেমন- الْقَارِعَةُ - قَرِيبٌ

(২) ر হরফে সাকিন অবস্থায় তার পূর্বের হরফে আসলি তথা মৌলিক যের হলে। যেমন- فَذَكَّرٌ - فَاصِدٌ

(৩) ওয়াকফ করার সময় 'ر' হরফের ডানে ي সাকিন হলে ও ي সাকিনের পূর্বের হরফে যবর হলে। যেমন- خَيْرٌ - صَيْرٌ

(৪) ওয়াকফ করার সময় 'ر' হরফের ডানে ي ছাড়া অন্য হরফে সাকিন হলে ও সাকিন বিশিষ্ট হরফের ডানে যের হলে। যেমন- لِيذِي حَجْرٍ - وَلَا بَكْرٍ

৮ম পাঠ

الله (আল্লাহ) শব্দের ل (লাম) পড়ার বিবরণ

الله শব্দের ل দুই নিয়মে পড়তে হয়। যথা— পোর ও বারিক।

ক. পোর পড়ার নিয়ম

الله শব্দের লামের পূর্বের অক্ষরে যদি যবর বা পেশ থাকে, তাহলে আল্লাহ শব্দের লামকে পোর তথা মোটা করে পড়তে হয়। যেমন- **الله الصِّدِّدُ**— **لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللهُ**

খ) বারিক পড়ার নিয়ম

الله শব্দের লামের পূর্বের অক্ষরে যদি যের থাকে, তাহলে আল্লাহ শব্দের লামকে বারিক তথা পাতলা করে পড়তে হয়। যেমন- **الله**— **أَعُوذُ بِاللَّهِ**

৯ম পাঠ

ওয়াকফের বিবরণ

وقف (ওয়াকফ) শব্দের শাব্দিক অর্থ— থেমে যাওয়া। কুরআন মাজিদ পাঠকালে কোনো শব্দের শেষে বিরাম নেওয়াকে ওয়াকফ বলা হয়। তাজভিদের পরিভাষায়— কোনো আয়াত বা শব্দ শেষ করে বিরামার্থে আওয়াজ ও নিঃশ্বাস বন্ধ করে পুনরায় শুরু করার জন্য থেমে যাওয়াকে ওয়াকফ বলা হয়। পদ্ধতিগতভাবে ওয়াকফ চার প্রকার। যথা—

১. ওয়াকফ বিল ইসকান (**وَقْفٌ بِالْإِسْكَانِ**)
২. ওয়াকফ বিল ইশমাম (**وَقْفٌ بِالْإِشْمَامِ**)
৩. ওয়াকফ বির রাওম (**وَقْفٌ بِالرَّوْمِ**)
৪. ওয়াকফ বিল ইবদাল (**وَقْفٌ بِالْإِبْدَالِ**)

নিম্নে ওয়াকফের প্রকার বিস্তারিত আলোচনা করা হলো—

১. **ওয়াকফ বিল ইসকান (وَقْفٌ بِالْإِسْكَانِ)** : পাঠকালে কোনো আয়াত বা শব্দের শেষ হরফকে পূর্ণ সাকিন করে ওয়াকফ করাকে ওয়াকফ বিল ইসকান বলা হয়। এটা সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ওয়াকফ। যেমন: **هَدَىٰ لِلْمُتَّقِينَ**— **يَعْمَلُونَ**

২. **ওয়াকফ বিল ইশমাম (وَقْفٌ بِالْإِسْمَامِ)** : কুরআন মাজিদ পাঠকালে কোনো আয়াত বা শব্দের শেষ হরফে পেশ থাকলে ওয়াকফকালে ঐ হরফ সাকিন করার পর উভয় ঠোঁট দ্বারা দ্রুত পেশের দিকে ইশারা করে ওয়াকফ করাকে ওয়াকফ বিল ইশমাম বলা হয়। যেমন- **قَدِيرٌ - نَسْتَعِينُ**
৩. **ওয়াকফ বির রাওম (وَقْفٌ بِالرَّوْمِ)** : কুরআন মাজিদ পাঠকালে কোনো আয়াত বা শব্দের শেষ হরফে এক যের বা এক পেশ অথবা দুই যের বা দুই পেশ- এর যেকোনোটি থাকলে ওয়াকফকালে তা অতি মৃদু আওয়াজে আদায় করে ওয়াকফ করাকে ওয়াকফ বির রাওম বলা হয়। যেমন- **عَلِيمٌ - وَرَبُّهُ - هُوَ اللَّهُ**
৪. **ওয়াকফ বিল ইবদাল (وَقْفٌ بِالْإِبْدَالِ)** : কুরআন মাজিদ পাঠকালে কোন আয়াত বা শব্দের শেষ হরফে দুই যবর হলে ওয়াকফ অবস্থায় ঐ দুই যবরকে এক যবর পড়তে হয় এবং এক আলিফ পরিমাণ দীর্ঘ করে ওয়াকফ করতে হয়। উক্ত দুই যবরের পরে আলিফ থাক বা না থাক, উভয় অবস্থায়ই ওয়াকফকালে এক হরকত পড়তে হয় এবং এক আলিফ পরিমাণ দীর্ঘ করতে হয়। এরূপ ওয়াকফকে ওয়াকফ বিল ইবদাল বলা হয়। যথা- **وَنِسَاءً - إِيْمَانًا - حَبِيْرًا - شَيْئًا** ইত্যাদি।

কুরআন মাজিদে বিদ্যমান ওয়াকফের চিহ্নসমূহের বর্ণনা :

ক্রমিক নং	চিহ্ন	মর্ম	নির্দেশিকা
০১	ح	বিরাম	আয়াত সমাপ্তির বিরামচিহ্ন
০২	م	লাঘিম	বিরতি অবশ্য কর্তব্য
০৩	ط	মুতলাক	বিরতি খুব ভালো। মিলান ঠিক নয়
০৪	ج	জায়িম	বিরতি ভালো। মিলান যায়
০৫	ز	মুয়াওয়ায	বিরতির চেয়ে মিলান ভাল
০৬	ص	মুরাখখাছ	বিরতির চেয়ে মিলান ভাল
০৭	ق	কিলা আলাইহি ওয়াকফুন	ওয়াকফ করা না করা উভয়ই জায়েজ। তবে মিলানো ভালো
০৮	لا	লা ওয়াকফ আলাইহি	বিরতি নয়, অবশ্যই মিলাবে
০৯	سكته/س	সাকতাহ	নিঃশ্বাস রেখে কিঞ্চিৎ বিরতি

১০	قف	ওয়াকফে আমর	বিরতি, মিলানো ঠিক না
১১	قله	ওয়াকফে আওলা	মিলানোর চেয়ে বিরতি ভালো
১২	::	মুয়ানাকা	দুই পার্শ্বের চিহ্নের যে কোনো একটিতে থামলে, অপরটিতে থামা যাবে না।
১৩	وقفة	ওয়াকফাহ	সাকতার ন্যায় কিঞ্চিৎ বিরতি
১৪	صل	কাদ ইউসালু	ওয়াকফ করা ভালো
১৫	صلى	আল ওয়াসলু আওলা	মিলানো ভালো

১০ম পাঠ

কুলকুলার বিবরণ

আরবি হরফসমূহ বিভিন্ন রীতিনীতি অনুযায়ী উচ্চারিত হয়। এ সবকে সিফাত বলা হয়। বিভিন্ন হরফের জন্য বিভিন্ন প্রকার সিফাত রয়েছে। সিফাতসমূহের অন্যতম একটি সিফাত হলো কুলকুলা।

কুলকুলা (كُلْفَلَة) শব্দের অর্থ হলো- কম্পন। পরিভাষায়- কুলকুলার জন্য নির্দিষ্ট পাঁচটি হরফ তথা د ج ب ط ق এর মধ্য থেকে কোনো একটি হরফের উপরে সাকিন থাকলে উচ্চারণের সময় শক্তিপূর্ণ কম্পন সৃষ্টি করে পাঠ করাকে কুলকুলা বলা হয়। এ সিফাত আদায় করার সময় মাখরাজে শক্তিপূর্ণ কম্পন সৃষ্টি হয় এবং তা মুখভর্তি অবস্থায় কিঞ্চিৎ সময় নিয়ে শেষ হয়। এটি ওয়াকফ অবস্থায় বৃদ্ধি পায় এবং ওয়াসল অবস্থায় হ্রাস পায়। যেমন : بُ أَجْ أَدْ أْ أْ

অনুশীলনী

১। এককথায় উত্তর দাও :

- ক. تجويد শব্দের শাব্দিক অর্থ কী ?
- খ. ইলমে তাজভিদ শিক্ষা করার হুকুম কী ?
- গ. কুরআন মাজিদ কাদেরকে অভিশাপ দেয় ?
- ঘ. মাখরাজ কোন ভাষার শব্দ এবং এর অর্থ কী ?
- ঙ. মাখরাজ মোট কয়টি ?
- চ. হালকের শেষ হতে কী কী অক্ষর উচ্চারিত হয় ?

- ছ. م কোথা থেকে উচ্চারিত হয় ?
- জ. মাদ্দ অর্থ কী ?
- ঝ. মাদ্দের হরফ কয়টি ও কী কী ?
- ঞ. মাদ্দে আসলির অপর নাম কী ?
- ট. মাদ্দে আরেজি কয় আলিফ টেনে পড়তে হয়?
- ঠ. মাদ্দে মুনফাসিল কয় আলিফ টেনে পড়তে হয়?
- ড. মাদ্দে মুত্তাসিল কয় আলিফ টেনে পড়তে হয়?
- ঢ. তানভিনের সংজ্ঞা কী ?
- ড. নুন সাকিন ও তানভিনের কায়দা কয়টি ও কী কী ?
- ণ. ইজহার অর্থ কী ?
- ত. ইকলাবের হরফটি কী ?
- থ. ইদগাম কত প্রকার ?
- দ. ইখফার হরফ কয়টি ?
- ধ. মিম সাকিনের কায়দা কয়টি ও কী কী ?
- ন. কোন কোন হরফে তাশদিদ হলে ওয়াজিব গুল্লাহ হয় ?
- প. ر (রা)-কে কত অবস্থায় পোর পড়তে হয় ?
- ফ. ر (রা)-কে কত অবস্থায় বারিক পড়তে হয় ?
- ব. আল্লাহ শব্দের লামকে কখন মোটা করে পড়তে হয় ?
- ভ. আল্লাহ শব্দের লামকে কখন বারিক করে পড়তে হয় ?
- ম. ওয়াকফ অর্থ কী ?
- য. পদ্ধতিগত ওয়াকফ কত প্রকার ?
- র. মিম (م) চিহ্নের মর্ম কী ?
- ল. কুলকুলার হরফ কয়টি ?

২। সঠিক উত্তরটি লেখ :

- ক. তাজভিদ অনুযায়ী কুরআন পড়া কী ? ফরজ / ওয়াজিব/ সুন্নাত
- খ. আরবি হরফে মাখরাজ মোট কয়টি ? ১৬টি / ১৭টি / ১৯টি
- গ. দু' ঠোঁটের মাঝখান হতে উচ্চারিত হয় কোন হরফটি ? ج/ء/ب
- ঘ. মাদ্দে মুত্তাসিল টানতে হয় কত আলিফ ? এক/ দুই/ চার
- ঙ. নুন সাকিন ও তানভিনের কায়দা মোট কয়টি ? তিন/ চার / পাঁচ

চ. ইদগাম কত প্রকার ? ২/ ৩/ ৪

ছ. ইখফার হরফ কোনটি ? ي/ب/ت

জ. নুনের উপর তাশদিদ হলে কী করতে হয় ? গুন্নাহ/ পোর/ বারিক

ঝ. ر (রা) এর উপর পেশ হলে তা কিভাবে উচ্চারিত হয় ? মোটা/পাতলা/মাঝামাঝি

ঞ. الله শব্দের পূর্বে যের থাকলে তার ل কীভাবে উচ্চারিত হয় ?

মোটা/পাতলা/মাঝামাঝি

ট. পদ্ধতিগতভাবে ওয়াকফ কত প্রকার ? ৩/৪/৫

ঠ. ওয়াকফে জায়েজ এর চিহ্ন কোনটি ? ه/ج/م

ড. কুলকুলার হরফ কয়টি ? ৫/৬/৭

ঢ. কুলকুলা অর্থ কী ? কম্পন/ উচ্চারণের স্থান/ গুণাগুণ

৩। শূন্যস্থান পূরণ করো :

ক. তাজবিদ মানে ।

খ. অশুদ্ধ পাঠকারীকে কুরআন দেয় ।

গ. অর্থ বের হওয়ার স্থান ।

ঘ. মুখের খালি স্থান থেকে উচ্চারিত হয় হরফ ।

ঙ. মাদ্দে আসলির অপর নাম মাদ্দে ।

চ. দুই যরব, দুই যের ও দুই পেশকে বলে ।

ছ. يُنْفِقُونَ শব্দটি এর উদাহরণ ।

জ. মিম সাকিনের পরে মিম আসলে করতে হয় ।

ঝ. ر (রা) অক্ষরে যবর থাকলে করে পড়তে হয় ।

ঞ. ر (রা) অক্ষরে যের থাকলে করে পড়তে হয় ।

ট. الله শব্দের পূর্বে যের থাকলে করে পড়তে হয় ।

ঠ. الله শব্দের পূর্বে পেশ থাকলে করে পড়তে হয় ।

ড. বিরামার্থে শ্বাস বন্ধ করে থেমে যাওয়াকে বলে ।

ঢ. শেষ হরফে সাকিন করার মাধ্যমে ওয়াকফ করাকে বলে ।

৪। নিচের শব্দসমূহের দাগ দেয়া অংশের তাজভিদের কায়দা বর্ণনা কর :

لَا أَعْبُدُ. أَوْلَيْكَ. رَبِّ الْعَالَمِينَ. مَنْ يَفْعَلُ. أَنْعَمْتَ. عَذَابُ الْيَمِّ. يُنْفِقُونَ.
سَبِيْعٌ بَصِيْرٌ. أَمْ مَنْ خَلَقَ. تَرْمِيْهِمْ بِحِجَارَةٍ. إِنَّ - مِرْصَادٌ. فِرْعَوْنُ.
رَسُوْلُ اللهِ. بِسْمِ اللهِ. الرَّحْمٰنِ. خَيْرٌ. يَرْجِعُونَ.

৫। বাম পাশের অংশের সাথে ডান পাশের অংশের মিল করো :

বাম পাশ	ডান পাশ
মাদ্দে মুত্তাসিল	দুই প্রকার
মাখরাজ অর্থ	চার প্রকার
ইদগাম	চার আলিফ টেনে পড়তে হয়
কলকলার হরফ	উচ্চারণের স্থান
মাদ্দ অর্থ	দীর্ঘ করা
পদ্ধতিগত ওয়াকফ	ওয়াকফে লাযেম এর চিহ্ন
م	৫টি

৬। রচনামূলক প্রশ্নাবলি :

- ইলমে তাজভিদ কাকে বলে ? তার গুরুত্ব আলোচনা করো।
- মাখরাজ কাকে বলে ? ১ নম্বর থেকে ৫ নম্বর মাখরাজ উদাহরণসহ বর্ণনা করো।
- মাদ্দ কাকে বলে ? মাদ্দে আসলি সম্পর্কে উদাহরণসহ আলোচনা করো।
- মাদ্দে মুত্তাসিল, মাদ্দে মুনফাসিল ও মাদ্দে আরেজি সম্পর্কে উদাহরণসহ বর্ণনা দাও।
- নুন সাকিন ও তানভিনের নিয়মগুলো উদাহরণসহ লেখ।
- মিম সাকিনের নিয়মগুলো উদাহরণসহ লেখ।
- ح. ر (রা) হরফকে পোর পড়ার স্থানগুলো উদাহরণসহ বর্ণনা করো।
- ج. ر (রা) হরফকে বারিক পড়ার স্থানগুলো উদাহরণসহ বর্ণনা করো।
- ঝ. আল্লাহ (الله) শব্দের লামকে পোর ও বারিক পড়ার নিয়মগুলো উদাহরণসহ বর্ণনা করো।
- ঞ. ওয়াকফ কাকে বলে? পদ্ধতিগতভাবে ওয়াকফের প্রকারগুলো বর্ণনা করো।
- ট. ১০টি ওয়াকফের চিহ্ন মর্মার্থসহ লেখ।
- ঠ. কলকলা সম্পর্কে উদাহরণসহ লেখ।

নমুনা প্রশ্ন

বার্ষিক পরীক্ষা

ইবতেদায়ি পঞ্চম শ্রেণি

বিষয়: কুরআন মাজিদ ও তাজভিদ

পূর্ণমান: ১০০

সময়: ২ ঘণ্টা

১। এককথায় / একবাক্যে উত্তর দাও:

১০ × ১ = ১০

ক. সর্বোত্তম নফল ইবাদাত কোনটি ?

খ. কুরআন মাজিদের আয়াত সংখ্যা কতটি ?

গ. সূরা ফাতিহার প্রধান উপাধি কী ?

ঘ. কুরআন মাজিদের অর্থ জানার হুকুম কী ?

ঙ. কোন কোন সূরাকে তিওয়াল বলে ?

চ. সূরা ফাতিহা কোথায় নাজিল হয়েছে ?

ছ. মাখরাজ অর্থ কী ?

জ. তানভিন কাকে বলে ?

ঝ. ওয়াকফ অর্থ কী ?

ঞ. ইখফার হরফ কয়টি ?

ট. (ম) চিহ্নের মর্ম কী ?

ঠ. মাক্কি সূরা কাকে বলে ?

২। প্রদত্ত আয়াতে হরকত প্রদান কর (যে কোনো ১টি):

১ × ১০ = ১০

الف) والضحي والليل إذا سجي ما ودعك ربك وما قلى ولاخرة خير لك من الاولى ولسوف يعطيك ربك فترضى

ب) اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم

৩। হরকতসহ মুখস্থ লেখ (যে কোনো ১টি):

১ × ১০ = ১০

ক) সূরা তীনের প্রথম পাঁচ আয়াত

খ) সূরা ইনশিরাহের শেষ পাঁচ আয়াত

৪। হরকত ছাড়া মুখস্থ লেখ (যে কোনো ১টি):

১ × ১০ = ১০

ক) সূরা কাদর

খ) সূরা বায়্যিনাতের প্রথম চার আয়াত

৫। নিম্নোক্ত সূরার অর্থ লেখ (যে কোনো ১টি):

১ × ১০ = ১০

ক) সূরা ফাতিহা

খ) সূরা ইখলাস

৬। যে কোনো দুটি প্রশ্নের উত্তর দাও:

২ × ১০ = ২০

ক. ইলমে তাজভিদ কাকে বলে ? এর গুরুত্ব আলোচনা করো।

খ. মাদ্দ কাকে বলে? মাদ্দে আসলি সম্পর্কে উদাহরণসহ আলোচনা করো।

গ. নুন সাকিন ও তানভিনের নিয়মগুলো উদাহরণসহ লেখ।

ঘ. আল্লাহ (الله) শব্দের লামকে পোর ও বারিক পড়ার নিয়মগুলো উদাহরণসহ বর্ণনা করো।

৭। নিচের শব্দসমূহের দাগ দেয়া অংশের তাজভিদের কায়দা বর্ণনা করো (যে কোনো ৫টি): ৫ × ২ = ১০

اوليك. رب العليين. من يفعل. انعبت. عذاب اليم. ينفقون. سبيع بصير.

৮। শূন্যস্থান পূরণ করো (যে কোন ৫টি):

৫ × ২ = ১০

ক. কুরআন মাজিদের আয়াত সংখ্যাটি।

খ. কুরআন মাজিদের প্রথম নাজিলকৃত আয়াত

গ. কুরআন মাজিদের অন্তর বলা হয় সূরা.....কে।

ঘ. তাজভিদ মানে

ঙ. অর্থ বের হওয়ার স্থান।

চ. মাদ্দে আসলির অপর নাম মাদ্দে

ছ. ينفقون শব্দটি এর উদাহরণ।

৯। বাম পাশের শব্দের সাথে ডান পাশের শব্দসমূহের মিল করো:

৫ × ২ = ১০

বাম পাশ	ডান পাশ
মাদ্দে মুত্তাসিল	দুই প্রকার
মাখরাজ অর্থ	৫টি
ইদগাম	চার আলিফ টেনে পড়তে হয়
কুলকুলার হরফ	দীর্ঘ করা
মাদ্দ অর্থ	উচ্চারণের স্থান

শিক্ষক নির্দেশিকা

আল্লাহ তাআলা কুরআন মাজিদে মানবজীবনের সকল বিষয়ের নির্দেশনা প্রদান করেছেন। এ মহাগ্রন্থে যেমনিভাবে মানবজীবনের আত্মিক বিষয়ের বর্ণনা দেয়া হয়েছে তেমনিভাবে মানুষের পার্থিব কর্মকাণ্ডের স্পষ্ট বিধানাবলির বিবরণও দেওয়া হয়েছে। কুরআন মাজিদের এসব বিষয়াবলি জানার জন্য কুরআন মাজিদ অধ্যয়ন করা অত্যাবশ্যিক। এ উদ্দেশ্যেই মাদ্রাসা শিক্ষার সর্বস্তরের শিক্ষার্থীদের জন্য কুরআন মাজিদকে পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

কুরআন মাজিদ শিক্ষাদান পদ্ধতিতে এ পর্যন্ত গতানুগতিক ধারা অনুসৃত হয়ে আসছে কিন্তু মানবজীবন গতিশীল এবং তার কর্মকাণ্ডের ধারাও পরিবর্তনশীল হওয়া, শিক্ষাদান ব্যবস্থায়ও বিশ্বব্যাপী আমূল পরিবর্তন সূচিত হয়েছে। সেজন্য বিশ্বব্যাপী আর্থ-সামাজিক অবস্থার বিশেষ পরিবর্তন, নৈতিক শিক্ষার প্রয়োজন এবং জাতীয় ঐতিহ্যের প্রেক্ষিতে, সরকার কর্তৃক জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০ অনুমোদিত হয়েছে। এ শিক্ষানীতির আলোকে কুরআন মাজিদ শিক্ষাকে বাস্তবমুখী, জীবনঘনিষ্ঠ, ফলপ্রসূ এবং শিক্ষার্থীদেরকে আধুনিকমনস্ক, কর্তব্যপরায়ণ, দক্ষকর্মী, মূল্যবোধসম্পন্ন, দেশপ্রেমিক, সৎ ও যোগ্য সূনাগরিক করে গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে এই পাঠ্যপুস্তকটি প্রণয়ন করা হয়েছে।

পুস্তকটিতে কারিকুলামের নির্দেশনা অনুযায়ী কুরআন মাজিদের উপর একটি ভূমিকা, মুখস্থকরণের জন্য কয়েকটি সূরা, নাজেরা পড়ার জন্য কুরআন মাজিদের প্রথম দুই পারা (সূরা তুল বাকারার ২৫২ আয়াত) দেয়া হয়েছে। অধ্যায়/পাঠশেষে অনুশীলনী সংযোজন করা হয়েছে। পুস্তকটির শেষ ভাগে তাজভিদ অংশ সংযোজন করা হয়েছে।

পাঠদান প্রক্রিয়া, শিক্ষার্থীদেরকে পাঠ আয়ত্ত্ব করানো এবং পাঠের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি করা শিক্ষকের নিজস্ব কৌশল প্রয়োগের উপর বহুলাংশে নির্ভরশীল। তা সত্ত্বেও সম্মানিত শিক্ষকের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য নিচে কিছু পরামর্শ প্রদান করা হলো:

- ১। কুরআন মাজিদ আল্লাহর কালাম বিধায় তা সর্বদা স্পর্শ ও তিলাওয়াত অজু অবস্থায় হচ্ছে কি না, সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখা জরুরি।
- ২। পুস্তকটির পাঠ আরম্ভ করার সময় ১/২টি ক্লাসে কুরআনের মহাত্ম্য, মর্যাদা ও গুরুত্ব উপস্থাপন করা প্রয়োজন। যাতে শিক্ষার্থীদের মনে গ্রন্থটি অধ্যয়নের আগ্রহ সৃষ্টি হয়।
- ৩। পুস্তকটির প্রতি অধ্যায় বা পাঠে উল্লেখিত শিক্ষক নির্দেশিকা অনুসারে পাঠদান করা প্রয়োজন।
- ৪। প্রতিটি পাঠ শুরু করার পূর্বে পাঠের বিষয়বস্তু সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত ধারণা প্রদান করা।
- ৫। আয়াতের সরল অনুবাদ শিখাতে হবে। এ ক্ষেত্রে শাব্দিক অর্থ ও বিশ্লেষণ ভালোভাবে আয়ত্ত্ব করিয়ে আয়াতের অনুবাদ শিক্ষা দিতে হবে।
- ৬। শিক্ষার্থীদেরকে সূরাগুলো শিক্ষাদানের সময় তাজভিদের উপর গুরুত্বারোপ করতে হবে। তাজভিদের নিয়মগুলো বোর্ডে লিখে শেখাতে হবে।
- ৭। বিভিন্ন সাময়িক পরীক্ষা ছাড়াও পাক্ষিক ও মাসিক পরীক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে পাঠ মূল্যায়নের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।
- ৮। প্রকৃতপক্ষে, একজন কর্তব্যপরায়ণ শিক্ষক তার নিজস্ব উদ্ভাবিত কৌশলের মাধ্যমে শিক্ষার্থীকে জ্ঞান অর্জনে যোগ্য করে গড়ে তুলতে পারেন।

২০২৬ শিক্ষাবর্ষ

ইবতেদায়ী পঞ্চম শ্রেণি : কুরআন মাজিদ ও তাজভিদ

তোমরা যেখানেই থাকো না কেনো,
তিনি (আল্লাহ) তোমাদের সাথে আছেন।
—সূরা হাদীদ: ৪



বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক প্রণীত এবং
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক প্রকাশিত

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য